

সূরা ইউসুফ-১২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ, প্রসংগ এবং বিষয়বস্তু

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অধিকাংশ সাহাবীর মতে এই সূরার সম্পূর্ণ অংশই মকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু হযরত ইবনে আববাস এবং কাতাদার মতে সূরাটির ২ থেকে ৪ আয়াত হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সূরা ইউনুসে (১০ নং নথর সূরা) মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার ব্যবহারের উভয় দিক অর্থাৎ তাঁর শান্তি ও দয়া সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সূরা হৃদে (১১ নং নথর সূরা) মূলত ঐশ্বী শান্তি বা আয়াব প্রসংগেই অধিক বর্ণনা এসেছে এবং বর্তমান সূরায় (সূরা ইউসুফ) আল্লাহ তাআলার রহম ও অনুকূল্যার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার আয়াব প্রসংগে আলোচিত পূর্বের সূরাটি (সূরা হৃদ) আল্লাহ তাআলার দয়া সম্পর্কিত বর্তমান সূরার (সূরা ইউসুফ) আগে রাখা হয়েছে। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর শক্তদেরকে তাদের অন্যায় ও খারাপ কাজের জন্য শান্তি প্রদানের পর তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার দয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিল। যাই হোক কুরআন শরীফের সমস্ত সূরা থেকে আলোচ্য সূরাটির একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন নবী অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবনের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দিক থেকে সূরা ইউসুফ অন্য সব সূরা থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্রের মূল কারণ হলো, হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবন, ছোট ছোট ঘটনার দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আলোচ্য সূরাটিতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার একটি বিশদ বর্ণনা এ জন্যই করা হয়েছে যাতে এটি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের সম্ভাব্য ঘটনাবলীর অগ্রিম সঙ্কেত হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। সূরা ইউনুসে ঐশ্বী অনুঘাতের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ইউনুস (আঃ) এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল এবং বর্তমান সূরাতে আরো বিস্তারিতভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ঐশ্বী রহমতের বিস্তৃত দ্রষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা হয়েছে। এর জন্য প্রধানত দুটি কারণ প্রণিধানযোগ্যঃ (১) হযরত ইউনুস (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের ঘটনাবলী মূলত উভয়ের জীবনের শেষের দিক থেকেই সামঝ্যপূর্ণ। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের ছোট ছোট ঘটনার মধ্যেও অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান, (২) হযরত ইউনুস (আঃ) এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মধ্যে সাদৃশ্য অনেকটা আংশিক। কেননা পরিণামে উভয়ের জাতিকেই আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুকূল্যার ফলে ক্ষমা করা হয়েছিল। তবে যেভাবে আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাতৃবৃন্দ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্বজাতির সাথে ব্যবহার করেছিলেন, সাদৃশ্যের দিক থেকে তা ছিল অনেক ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। হযরত ইউনুস (আঃ) এর জাতির প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করা হয়েছিল তা আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ মেহেরবালীর ফলেই করা হয়েছিল। এতে হযরত ইউনুস (আঃ) এর কোন হাত ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাতৃবৃন্দকে ক্ষমা করার ঘোষণা স্বয়ং ইউসুফ (আঃ) করেছিলেন। ঠিক অনুরূপভাবে মক্কা বিজয়ের দিন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মুখ থেকেই মক্কার কুরায়েশদের নিরক্ষে ও শর্তহীন ক্ষমার ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল।

شُورَةٌ يُوْسُفَ وَكَيْتَهُ وَرَحِيْمَ مَمَّ ابْتَسَمَلَتْ مَا تَهَّ وَأَشْتَاعَشَرَهُ كُوْمَا

সূরা ইউসুফ-১২

মঙ্গলী সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ১১২ আয়াত ও ১২ রংকু

১। ﴿أَلْهَمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম
দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। ﴿أَنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ﴾
আন্দোলন আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ । আমি দেখি'৩৫৫-ক
গ. এসব হলো এক সুস্পষ্ট'৩৫৬ কিতাবের আয়াত ।

★ ৩। ﴿نَّا نَصَّرْنَا أَمَرَا এটিকে কুরআনরপে (অর্থাৎ বার বার
পঠনীয় গ্রন্থরপে) আরবীতে'৩৫৭ (অর্থাৎ প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্ট
ভাষায়) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার ।

إِنَّا آنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ

①

দেখুন : ক. ১৯১; খ. ১০৪২, ১১৪২, ১৩৪২, ১৪৪২, ১৫৪২; গ. ১৫৪২, ২৬৪৩, ২৭৪২, ২৮৪৩; ঘ. ৪২৪৮; ৪৩৪৪, ৪৬৪১৩ ।

১৩৫৫-ক । ১৬ টাকা দ্রষ্টব্য ।

১৩৫৬। 'মুবিন' (স্পষ্ট), 'আবিন' থেকে উৎপন্ন, সমাপিকা ক্রিয়া বিশেষণ । 'আবানা' সকর্মক এবং অকর্মক উভয় ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মুবিন শব্দের অর্থঃ (১) যা সুস্পষ্ট নির্দেশন, (২) যা অন্যান্য বস্তুকে স্পষ্ট করে দেখায় এবং (৩) যা কোন বস্তুকে অন্যটি থেকে বিভক্ত করে এবং একে সুনির্দিষ্টরূপে পৃথক করে দেখায় (লেইন) । 'মুবিন' শব্দ কুরআন করীমের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যথাঃ (১) এটি (কুরআন) শুধু প্রকৃত ঘটনা খোলাখুলি বর্ণনা করে এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং নিয়ম-নীতি ও আদেশ ও অধ্যাদেশ নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, অধিকত্ত্ব এটি যা বলে ও দাবী করে এর স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বাস্তবে তা প্রমাণ ও সমর্থন করেছে, (২) এটি শুধু নিজস্ব গান্ধির মধ্যেই সুস্পষ্ট নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া ঐশী কিতাবসমূহে যেসব অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থকতা আছে সেগুলোকেও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, এবং (৩) আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে যা অত্যাবশ্যক, শরীয়তের বিধান, নীতি-তত্ত্ব ও দ্বিমান সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত, এই সকল বিষয়ই কুরআন সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দিয়েছে ।

১৩৫৭। 'আরবী' এর উৎপত্তি 'আরিবা' বা 'আরবী' থেকে । 'আরিবাতুল-বিরু' এর অর্থ, এই কৃপে অনেক পানি ছিল । 'আরবীর রাজুল এর অর্থ, লোকটি তার বক্তব্যের মাঝে রংচ হয়ে পরে খুব সহজ ও স্পষ্টভাবে কথা বলেছিল, সে সতেজ বা জীবন্ত হয়ে উঠলো । অতএব 'কুরআনান্ত আরাবীয়ান' এর অর্থ হবেঃ (১) যে গুরু অত্যন্ত নিয়মিত এবং ব্যাপকভাবে পঠিত হয় এবং (২) যা তার অর্থকে বিশদ, বোধগম্য, প্রাঞ্জল এবং সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে পারে (লেইন) । 'আরবী' শব্দটি সম্পূর্ণতা, প্রাচুর্য ও স্পষ্টতা, এই সকল ভাবপ্রকাশ করে । আরবী ভাষার এই নামকরণ করার কারণ হলো, এতে পূর্ণ অর্থবহ অসংখ্য মূল শব্দ রয়েছে এবং এটি অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ ক্ষমতাসম্পন্ন, প্রাঞ্জল ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ ।

আরবী ভাষাতে যথোপযুক্ত শব্দ এবং শব্দ-গুচ্ছ রয়েছে । এর দ্বারা সব ধরনের ভাব, কল্পনা ও সর্বপ্রকার অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব । যে কোন বিষয়বস্তু যথার্থতা এবং সম্পূর্ণতার সাথে এই ভাষাতে আলোচনা করা যায় যা অন্য সব ভাষার তুলনায় অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে আরবী মূল শব্দ বা ভিত্তির দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ভাষা । এটি শত সহস্র মূল শব্দ নিয়ে গঠিত এবং বিশাল বৈচিত্রময় অর্থে পরিপূর্ণ । বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে জিনি, অন্য আরেকজন প্রামাণ্য খ্যাতনামা ভাষাবিদ আবু আলীর বরাত দিয়ে দাবী করেছেন, আরবী ভাষার প্রতিটি অক্ষর পর্যন্ত স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে । উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন মিম, লাম এবং কাফ্ অক্ষর এককে শক্তির ধারণা প্রকাশ করে । এই অর্থ কম বেশি এরূপ সকল শব্দে বিধৃত যা এই অক্ষরগুলোর সাহায্যে গঠিত অথবা এই মূল থেকে উৎপন্ন । পূর্ববর্তী আয়াতে কুরআনকে 'এক সুস্পষ্ট কিতাব' বলা হয়েছে, যা এই ভবিষ্যদ্বাণী বহন করেছে, এটি সর্বকালে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হতে থাকবে । বর্তমান আয়াত 'এক সুস্পষ্ট কিতাব'কে 'এটিকে কুরআনরূপে' বলে আখ্যায়িত করে ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে এটি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পঠিত হবে এবং খুব সুচিত্তিরূপে এর চর্চা করা হবে । এই বাস্তব ঘটনাটি ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে অন্য কোন গুরু কুরআনের তুল্য ব্যাপক এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয়

১৩৫৭ টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ৪। আমরা তোমার প্রতি এ কুরআন ওই করার মাধ্যমে
তোমার কাছে সর্বোত্তম বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি, যদিও তুমি এর
আগে অনবহিতদের একজন ছিলে^{১৩৫৮}।

৫। (শ্মরণ কর) ইউসুফ^{১৩৫৯} ক্ষয়খন তার পিতাকে বলেছিল,
'হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) এগারটি তারকা এবং
সূর্য ও চন্দ্র দেখেছি (এবং) এদেরকে আমি আমার উদ্দেশ্যে
সেজদা করতে^{১৩৬০} দেখেছি।'

৬। সে বললো, 'হে আমার মেহেরে পুত্র! তুমি তোমার
ভাইদের কাছে তোমার স্বপ্ন বর্ণনা করো না, নইলে তারা
তোমার বিরুদ্ধে কোন একটা ঘড়্যন্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান
মানুষের প্রকাশ্য শক্তি।

★ ৭। আর এভাবেই (হবে যেমনটি তুমি দেখেছ), তোমার প্রভু-
প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে^১ বর্ণিত
বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা শেখাবেন। আর তিনি তাঁর নেয়ামত
তোমার ও ইয়াকুবের^{১৩৬১} বংশধরদের ওপর পূর্ণ করবেন
যেভাবে এর পূর্বে তিনি তা তোমার দুই পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম ও
ইস্থাকের ওপর পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয় তোমার প্রভু-
প্রতিপালক সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

১
[৭]
১১

দেখুন : ক. ১২৪১০১ খ. ২৪১৬৯, ১৮৪৫১ ৩৫৪৭ গ. ১২৪২২, ১০২।

না। অধ্যাপক মন্ডিকি বলেন, 'যেহেতু কুরআনের ব্যবহারকারীগণ উপাসনালয়ে, বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্যভাবে খৃষ্টান দেশসমূহে বাইবেল
পাঠের তুলনায় সংখ্যায় অধিকতর সেহেতু এটা ঠিকই বলা হয়েছে, পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে পঠিত গ্রন্থ হলো কুরআন'
(এনসাইক্লোপিডিয়া বিটানিকা, নবম সংস্করণ)

১৩৫৮। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনাবলী নবী করীম (সাঃ) এর নিকট বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হলো, এ সকল
ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁর নিজের জীবনের জন্যেও পরোক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত। ঐ সব ঘটনা রসূল করীম (সাঃ) এর ব্যক্তি-জীবনে এবং
তাঁর ভাই কুরায়েশদের ব্যাপারে পুনঃ সংয়োগ হওয়া নির্ধারিত ছিল।

১৩৫৯। হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) (যিনি ইসরাইল নামেও পরিচিত) এর বারজন পুত্র ছিল। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন রাহেলের গর্ভজাত
দু'পুত্রের মধ্যে বড়। 'ইউসুফ' নামের অর্থ 'বৃক্ষ' অর্থাৎ 'সদা প্রভু আমাকে আরও এক পুত্র দিন' (আদি পুস্তক-৩০:২৪)।

১৩৬০। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে যে প্রথমে সুর্য এবং চন্দ্র ও পরে এগারটি নক্ষত্র ইউসুফ (আঃ)কে সিজদা করেছিল (আদি-৩৭:৯)।
কিন্তু কুরআন একে উট্টা করে বর্ণনা করেছে এবং ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনা কুরআনে উল্লেখিত বর্ণনাকেই সমর্থন করে। কারণ ইউসুফ
(আঃ) এর এগার ভাইই (এগার নক্ষত্র) প্রথমে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিবাদন করেছিল এবং তাঁর পিতা-মাতা পরবর্তীতে এসে মিলিত
হয়েছিলেন। এই আয়াত ব্যক্ত করছে যে তাঁর মাতা-পিতা ও ভাইয়েরা হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিল।

১৩৬১। বাইবেলে ইয়াকুব নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (আদি-২৭:৩৬)। অতি প্রচলিত অভিমত হলো, 'ইয়াকুব' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে
'ইয়াকুবেল' থেকে সংক্ষেপিত এবং এর বিভিন্ন অর্থ হয় যথাঃ 'খোদা অনুসরণ করেন' বা 'খোদা পুরুষার দেন।' হ্যরত ইয়াকুব (আঃ)
হলেন হ্যরত ইসহাক (আইসাক) ও রেবেকার পুত্র এবং হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পৌত্র। তিনি ছিলেন ইসরাইল জাতির ঐতিহ্যগত
পূর্বপুরুষ এবং তৃতীয় গোষ্ঠীপতি হিসাবে খ্যাত (এসসাইকো, বিব, এন্ড ফিউ এনসাইকো,)।

نَحْنُ نَقْصُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
إِمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ مَّا
رَأَنْتُ كُثُرًا مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِيلِينَ ⑦

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَيْتِيهِ يَا بَيْتَ رَبِّي
رَأَيْتُ أَحَدًا عَشَرَ كَوْكِبًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سِجِيرَيْنَ ⑧

فَأَلَّ يَئِنِّي لَا تَقْصُضُ دُرْيَاكَ عَلَى
إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ
الشَّيْطَنَ لِلْأَنْسَانِ عَدُوٌّ مُّئِنِّي ⑨

وَكَذَلِكَ يَعْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيَعْلَمُكَ مِنْ
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيْثِ وَيُتَمِّمُ نَعْمَةَ عَلَيْكَ
وَعَلَى إِلَيْكَ عَنْقُوبَ حَمَّاً أَتَمَّهَا عَلَى
آبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيِّمٌ حَكِيمٌ ⑩

৮। নিচয় ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনায় (সত্য) সন্ধানীদের জন্য বহু নির্দেশন রয়েছে।

৯। (স্মরণ কর) তারা যখন (একে অন্যকে) বলেছিল, ‘আমরা একটি শক্তিশালী দল^{১৩৬২} হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে অবশ্যই আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়। নিচয় আমাদের পিতা এক সুস্পষ্ট ভাস্তিতে পড়ে রয়েছে।

১০। (কাজেই) ইউসুফকে হত্যা কর^{১৩৩} অথবা তাকে কোন এক জায়গায় ফেলে আস। (তাহলে) তোমাদের পিতার মনোযোগ কেবল তোমাদের প্রতিই নিবন্ধ হয়ে যাবে। আর এরপর তোমরা (আবার) ভাল মানুষ হয়ে যেও।’

১১। তাদের একজন^{১৩৪} বললো, ‘তোমরা ইউসুফকে হত্যা করোনা। (আর কিছু যদি করতেই চাও তাহলে) চারণভূমির কাছে অবস্থিত কোন এক কুঁয়োর গভীর তলদেশে তাকে ফেলে দিও। কোন কাফেলা তাকে (দেখতে পেয়ে) তুলে নিয়ে যাবে।’

১২। তারা বললো, ‘হে আমাদের পিতা! তোমার কী হয়েছে, ইউসুফের বিষয়ে তুমি আমাদের ওপর কেন আস্থা রাখ নাঃ? অথচ আমরা অবশ্যই তার শুভাকাঙ্ক্ষী।

১৩। তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও। সে খেয়েদেয়ে বেড়াবে এবং খেলাধূলা করবে। নিচয় আমরা তাকে দেখেশুনে রাখবো।’

১৪। সে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বললো, ‘তোমরা তাকে নিয়ে যাচ্ছ, এটা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলছে। আর তোমরা তার সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ে গেলে আমার ভয় হয় নেকড়ে না আবার তাকে খেয়ে ফেলে^{১৩৫}।’

দেখুন : ক. ১২৪৯৬।

১৩৬২। যেরূপে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর প্রাত্বন্দ এই কারণে ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে তারা হযরত ইউসুফ থেকে সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও (তাদের ধারণামতে) তিনি পিতার আদরের পাত্র এবং তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র বিন্দু। একইভাবে কুরায়শ নেতারা বলেছিল যে কুরআনতো অবশ্যই মৃক্ষা বা তায়ফের জ্ঞানী-গুণী বিশিষ্ট লোকদের নিকট অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল (৪৩:৩২)। তারা নবী করীম (সাঃ) এর ‘ন্বুওয়তের’ মহান মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘাস্থিত ছিল এবং তাঁকে অতি নগণ্য ব্যক্তি মনে করে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতো।

১৩৬৩। যেভাবে ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, অন্দুপ মককার কুরায়শেরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল (৮:৩১)।

১৩৬৪। ‘কায়েলুন’ এক ব্যক্তি বললো, অর্থাৎ তাঁর ভাই রিউবেন বা রুবিন বললো (আদি-৩৭:২২)।

১৩৬৫। এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ভাইদের দ্বারা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা হযরত ইয়াকুব (আঃ) পূর্বাহ্বেই

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَرَاخْوَةٌ أَيْتَ
لِّلْسَائِلِينَ ①

إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخْوَهُ أَحَبُّ رَأْيَ
أَبِيهِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُضْبَةٌ مِنْ أَبَانَا
لِفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ②

إِفْتَلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَمْحُلُ
لَكُمْ وَجْهُهُ أَبْيَكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ
قَوْمًا مُّصْلِحِينَ ③

قَالَ قَائِيلٌ مَّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَنْقُوهُ
فِي غَيْبَتِ الْجُنُبِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
السَّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعْلِيَّينَ ④

قَالُوا يَا بَانَا مَالِكَ لَدَنَا مَنَّا عَلَى يُوسُفَ
وَإِنَّا لَهُ لَنَا صَحْوَنَ ⑤

أَذِسْلَهُ مَعَنَّا غَدَّا يَيْزَرْ تَغَ وَيَلْعَبْ
وَإِنَّا لَهُ لَحِفْظُونَ ⑥

قَالَ إِنِّي لَيَحْرُبُنِي أَنْ تَذَهَّبُوا إِلَيْهِ
وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْذِئْبُ وَأَنْتُمْ
عَنْهُ غَفْلُونَ ⑦

১৫। তারা বললো, 'আমরা এক শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও নেকড়ে যদি তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত সাব্যস্ত হব।'

★ ১৬। এরপর তারা তাকে যখন নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপের তলদেশে ফেলে দিতে একমত হলো তখন আমরা তাকে (এই বলে) ওহী করলাম, 'নিশ্চয় তুমি (একদিন) তাদের এ বিষয়টি (সম্পর্কে) তাদেরকে অবহিত করবে। কিন্তু তারা (তোমার পরিচয়) জানতে পারবে না।'

১৭। আর তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল।

ষষ্ঠি
৩৮

১৮। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে (দূরে) চলে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের জিনিষপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন এক নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা যত সত্যবাদীই হই না কেন তুমিতো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।'^{৩৬৬}

★ ১৯। আর তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিল।^{৩৬৭} সে বললো, 'বরং তোমাদের মন এ (জগন্য পাপ) কাজ তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে দেখিয়েছে।^{৩৬৭} সুতরাং (এখন) উত্তম ধৈর্য (ধরাই আমার জন্য শ্রেয়) এবং তোমরা যা বলছ এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।'

২০। আর (সেখানে) এক কাফেলা এল এবং তারা তাদের পানি উত্তেলনকারীকে পাঠালো। আর সে তার বাল্তি (কূপে) ফেললো। সে (কাফেলার লোকদের) বললো, 'সুসংবাদ! এ যে এক কিশোর বালক! তারা তাকে ব্যবসার পণ্য হিসাবে^{৩৬৮} লুকিয়ে রাখলো। আর তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত ছিলেন।

দেখুন : ক. ১২৪৮।

আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে অবহিত হয়েছিলেন। সুতরাং পূর্বেই অভিযুক্ত করে তিনি যেন অবিকল সেই কথাগুলোই বল্লেন, যা তারা পরে তাদের ঘৃণ্য অপরাধ ঝালনের জন্য বলেছিল।

১৩৬৬। তাদের বাহানা মনের দুর্বলতাকে ফাঁস করে দিল এবং অপরাধী-মনের চিহ্ন তাদের চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

১৩৬৭। এই আয়াত ব্যক্ত করছে যে হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের বর্ণনাকে একটি বানাওট বা মিথ্যা বলে ধরে নিয়েছিলেন।

১৩৬৮। মরহ্যাত্রীদল হ্যরত ইউসুফ (আঃ)কে মহা মূল্যবান পণ্য হিসেবে সর্তকতার সঙ্গে নিয়ে চললো।

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الْذِئْبُ وَ نَحْنُ عُصَبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخِسْرُونَ ⑭

فَلَمَّا دَهَبُوا إِلَيْهِ وَ أَجْمَعُوا أَن يَعْجَلُوهُ فِي عَيْبَتِ الْجُبَى وَ أَوْحَيْنَا لَهُمْ لِتُنَيْتَهُمْ بِإِمْرِهِمْ هَذَا وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑯

وَ جَاءُوكُمْ أَبَا هُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ⑯

قَالُوا يَا أَبَا نَارَتَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرْكَنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الْذِئْبُ وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَ لَوْكُنَا صِدِّيقِينَ ⑯

وَ جَاءُوكُمْ عَلَى قَمِبِصِهِ يَدِهِ كَذِيبٌ مَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَهُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبَرَ جَوَيْلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ ⑯

وَ جَاءُوكُمْ سَيِّرَةً فَأَزْسَلُوكُمْ دَارِدَهُمْ فَأَذْلَلَ دَلْوَهُ مَقَالَ يُبَشِّرَاهُ هَذَا غَلَامٌ وَ أَسَرَّهُ بِضَاعَةً وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ⑯

২
[১৪]
১২

২১। আর তারা তাকে কয়েক দিরহামের নগণ্য মূল্যে বিক্রী করে দিল এবং তাকে দিয়ে তারা বেশি লাভবান হতে আগ্রহী ছিল না।^{১৩৬৮-ক}

★ ২২। আর মিশরের যে ব্যক্তি^{১৩৬৯} তাকে কিনেছিল সে তার স্ত্রীকে বললো, ‘তুমি একে সম্মানের সাথে রাখ। সে আমাদের কোন উপকারেও আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।’^১ আর এভাবেই আমরা ইউসুফকে সে দেশে (মর্যাদায়) প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং (এ বিশেষ মর্যাদা এ জন্য দিলাম) যেন আমরা তাকে বর্ণিত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা শিখিয়ে দেই। আর আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নে) পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

★ ২৩।^১ আর সে যখন তার পরিপক্ততার বয়সে উপনীত হলো আমরা তাকে বিচারশক্তি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

২৪। আর যে (স্ত্রীলোকটির) বাড়ীতে সে থাকতো সে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (কুকর্মে) প্ররোচিত করতে চেষ্টা করলো^{১৩৭০} এবং সে (ঘরের) সব দরজা বন্ধ করে দিল আর বললো, ‘তুমি আমার দিকে আস।’^{১৩৭১} সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, ‘আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক তিনিই।’^{১৩৭২} যিনি আমার বাসস্থানকে খুব সুন্দর বানিয়েছেন।’ নিশ্চয় যালেমরা সফল হয় না।

দেখুন : ক. ১২৩৫৭; খ. ২৮৪১৫।

১৩৬৮-ক। ‘ফীহি’ শব্দের অর্থ ‘তাকে’ অথবা ‘এটা’, যা ইউসুফ (আঃ) অথবা মূল্য উত্তয়কে ইংগিত করে (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী দ্রষ্টব্য)।

১৩৬৯। মিশরের অধিবাসী, যিনি ইউসুফ (আঃ)কে ক্রয় করেছিলেন, ইহুদী সাহিত্যে তিনি পটিফার নামে খ্যাত (এনসাইকো, বিব, এবং আদি-৩৯৪।)। তিনি রাজকীয় রক্ষীবহিলীর অধিনায়ক ছিলেন, যাকে প্রাচীন আমলে অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কর্মকর্তা মনে করা হতো।

১৩৭০। ‘রাওয়াদহ’ অর্থ সে চেষ্টা করেছিল অথবা তাকে কোন কিছুর প্রতি বা কিছু থেকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করার জন্য খোসামোদ করে অথবা কপট কৌশলের মাধ্যমে ফিরাতে চেয়েছিল (লেইন)।

১৩৭১। ‘হাইতো’ অর্থ ‘আস’ বা ‘আগে আস’ অথবা তাড়াতাড়ি কর, এবং বাগ্ধারা ‘হাইতো লাক’ অর্থ ‘তুমি আস’ বা ‘এখন আস’। এর আরো অর্থ হয়, ‘আস আমি তোমার জন্য প্রস্তুত (অথবা) আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত’ (লেইন, মুফরাদাত)।

১৩৭২। এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীলোকটি ইউসুফ (আঃ)কে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল এবং হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তার কুম্ভণাকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইল্লাহ রববী-অর্থ ‘তিনি আমার প্রভু’ কথাগুলো আল্লাহ তাআলাকেই ইংগিত করে, ইউসুফ (আঃ)এর মিশরীয় প্রভুকে নয়, যেমন কোন কোন ব্যাখ্যাকারী এই ভুল করেছেন।

وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخِسْ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الرِّزْقِ هِيَنَ^{১৩}

وَ قَالَ الَّذِي أَشْتَرَاهُ مِنْ قِصْرَ
لَا مَرَأَتْهُ أَكْرِمِي مَثُونَهُ عَسَى أَنْ
يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَاءً وَ كَذِيلَكَ
مَكَّنَاهُ لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنَعْلَمَهُ
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيْثِ وَ إِنَّ اللَّهَ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَ لِكَنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ^{১৪}

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَدَهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ
عِلْمًا وَ كَذِيلَكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ^{১৫}

وَ رَأَوْدَثُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ
نَفْسِهِ وَ غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ
لَكَ وَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ رَبِّيْ آخْسَنَ
مَثُوايْ رَأْتَهُ لَا يُفْلِيْهُ الظَّلِيمُونَ^{১৬}

- ★ ২৫। আর নিশ্চয় সে (স্ত্রীলোকটি) তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে^{১৭০} পড়েছিল এবং সে (অর্থাৎ ইউসুফ) যদি তার প্রভু-প্রতিপালকের^{১৭১} নির্দশন দেখে না থাকতো তাহলে সেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। এমনটি (এজন্যই) হয়েছিল যেন আমরা তার থেকে মন্দ আচরণ ও অশ্রুলতা দূর করে দেই। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের বাছাইকৃত বান্দাদের একজন^{১৭২}।★

২৬। আর তারা উভয়েই দরজার দিকে ছুটলো। আর সে (স্ত্রীলোকটি তাকে নিজের দিকে টানতে গিয়ে) পিছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেললেন। আর তারা উভয়েই তার স্বামীকে দরজার পাশে দেখতে পেল (তখন) সে (স্ত্রীলোকটি তার স্বামীকে) বললে, ‘যে ব্যক্তি তেমন গৃহিণীর সাথে পাপে লিপ্ত হতে চায় তাকে বন্দী করা অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কী শাস্তি হতে পারে?’

২৭। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, ‘এ-ই আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুসলানোর চেষ্টা করেছে।’ আর তার (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির) পরিবারেরই একজন সাক্ষী (এই বলে) সাক্ষ্য দিল, তার (অর্থাৎ পুরুষটির) জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকলে এ (স্ত্রীলোকটি) সত্য বলছে এবং সে (অর্থাৎ পুরুষটি) অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

২৮। কিন্তু সে (পুরুষটির) জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া থাকলে এ (স্ত্রীলোকটি) মিথ্যা বলছে এবং সেই (পুরুষটি) সত্যবাদী।

১৩৭৩। ইউসুফের (আঃ) মালিকের স্ত্রী কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে মনস্ত করেছিল। ইউসুফও তার (স্ত্রীলোকটির) অসৎ উদ্দেশ্যকে প্রতিরোধ করতে মনস্ত করেছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াতে স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে যে তিনি (ইউসুফ) কোনরূপ মন্দ চিন্তা করেননি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর মালিকের স্ত্রীকে কুমতলৰ থেকে বিরত রাখা।

১৩৭৪। খোলাখুলি নির্দশন অর্থ গ্রহী-নির্দশনসমূহ যা ইউসুফ পূর্বেই দেখেছিলেন অর্থাৎ আশ্চর্য স্বপ্ন যার মধ্যে তাঁর জন্য ভবিষ্যতে মর্যাদালাভ সমস্ক্রমে ভবিষ্যত্বানী ছিল (আয়াত-৫)। কৃপে নিষিদ্ধ হয়ে তিনি যে ইলহাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাতে পরবর্তী সময় তাঁর উচ্চপদ লাভ, যশ ও খ্যাতি অর্জন সম্পর্কে ইঙ্গিত ছিল (আয়াত-১৬) এবং কৃপ থেকে জীবন্ত উদ্ধার পাওয়ার ঘটনার মধ্যেও পরিষ্কার নির্দশন ছিল।

১৩৭৫। ঠিক যেৱাপে ইউসুফ (আঃ)কে খোদাভক্তি ও সাধুতার পথ থেকে বিচ্ছুত করার জন্য প্রয়োচিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল, সেই ভাবেই মক্কার পৌত্রলিকেরা ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এক ও অদ্বিতীয় খোদার প্রচার পরিত্যাগ করলে তাঁকে তাদের বাদশাহ করবে অথবা তাঁকে বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী করে দিবে অথবা আরবের সর্বোত্তম সুন্দরী নারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিবে বলে তারা প্রলোভন দেখিয়েছিল। এই প্রস্তাব আঁ হযরত (সাঃ) ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যখ্যান করেছিলেন একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে—‘যদি তোমরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দাও তবুও আমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার প্রচার ত্যাগ করবো না’ (হিশাম)।

★ [আলোচ্য আয়াতে হাশ্মা বিহা এর অর্থ এই ই নয় যে হযরত ইউসুফ (আঃ) ও কুর্কম করতে মনস্তির করেছিলেন। বরং এ শব্দগুলোকে লাও লা আন রাতা বুরহানা রবিবহী বাক্যাংশের সাথে একত্রে পড়তে হবে। এর অর্থ দাঁড়াবে, ইউসুফ (আঃ) তাঁর প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব থেকেই যদি নির্দশন দেখে না থাকতেন তাহলে তিনিও সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। কোন কোন তফসীরকার ‘বুরহান’ বলতে তৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শিত এক নির্দশনের কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থ ‘বুরহান’ দ্বারা এমন কোন নির্দশন বুঝায় না যা হযরত ইউসুফ (আঃ) সেই ঘটনার সময় তৎক্ষণিকভাবে দেখেছিলেন। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে শৈশব থেকেই বহু ধরনের নির্দশন দেখিয়ে এসেছিলেন যা অবলোকনের পর তাঁর পক্ষে মন্দ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

وَلَقَدْ هَمَتْ بِهِ جَوَاهِيرًا لَّوْلَأْ أَنْ
رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصِرَفَ
عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِلَّا مَنْ
عِبَادُنَا الْمُحْلِصِينَ ⑯

وَاشْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّثْ قَمِيْصَهُ مِنْ
دُبُرِّهِ وَأَنْفَسَاهِ سِيَّدَهَا لَدَ الْبَابِ مَقَاتَلَ
مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً لَّا
أَنْ يَشْجَنَ أَوْعَدَهَا بِالْلَّيْمَ ⑯

قَالَ هِيَ رَأَوَدَ شَنِيْ عَنْ نَفْسِي وَشَهَدَ
شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۝ إِنْ كَانَ قَمِيْصَهُ
قَدَّ مِنْ قُبْلِ فَصَدَّقَتْ وَهُوَ مِنْ
الْكَذِيْبِينَ ⑯

وَإِنْ كَانَ قَمِيْصَهُ قَدَّ مِنْ دُبُرِّ
فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ⑯

২৯। সুতরাং সে^{১৩৭৬} (অর্থাৎ গৃহস্থামী) যখন দেখলো তার (অর্থাৎ ইউসুফের) জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে (তার স্ত্রীকে) বললো, ‘নিশ্চয় এ (ঘটনাটি) তোমাদের (নারীদেরই) ছলচাতুরীতে ঘটেছে। তোমাদের ছলচাতুরী নিশ্চয় ভয়ঙ্কর’^{১৩৭৭}।

৩০। হে ইউসুফ! এ (স্ত্রীলোকটির ছলচাতুরী) উপেক্ষা কর এবং (হে স্ত্রীলোক!) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাও।
৩০
১ নিশ্চয় তুমিই দোষী।

৩১। আর শহরের মহিলারা বলাবলি করলো, ‘আয়ীয়ের’^{১৩৭৮} স্ত্রী তার যুবক-দাসকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে (মন্দ কাজ) করাতে চাচ্ছে নিশ্চয় (ইউসুফের প্রতি) তার প্রেম তার হৃদয়কে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে’^{১৩৭৯}। নিশ্চয় আমরা তাকে এক সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় দেখতে পাচ্ছি।’

৩২। আর সে (অর্থাৎ আয়ীয়ের স্ত্রী) যখন তাদের কানাঘুষার কথা শুনতে পেল সে তাদের ডেকে পাঠালো এবং তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার জায়গার ব্যবস্থা করলো। আর সে তাদের প্রত্যেককে (খাবার কাটার জন্য) একটি করে ছুরি দিল। এরপর সে (ইউসুফকে) বললো, ‘এদের সামনে আস।’ তারা তাকে দেখা মাত্রই তাকে মহামর্যাদাবান বলে বুঝতে পারলো^{১৩৭৯-ক} এবং (বিস্ময়ে হতবাক হয়ে) নিজেদের হাত কেটে ফেললো^{১৩৮০}। আর তারা বলে উঠলো, ‘আল্লাহ মহিমাবিত। এ তো মানুষ নয়। এ যে এক সম্মানিত ফিরিশ্তা!’★

দেখুন : ক. ১২৪৫১ খ. ১২৪৫২।

১৩৭৬। এখানে ‘সে’ সর্বনাম বাড়ীর মালিককে ইঙ্গিত করছে, যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাকে নয়।

১৩৭৭। স্ত্রীর দুর্নাম যতদূর সম্ভব ঢেকে দেয়ার উদ্দেশ্য পটিফার নারীদের শর্তাপূর্ণ চক্রান্তের কথা বলেছিলেন বলে মনে হয়।

১৩৭৮। ‘আল্লাহয়’ শব্দ পটিফার এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি রাজার রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। মনে হয় নবী করীম (সাঃ) এর যুগে মিশরের প্রধান উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগর্কে ‘আয়ীয়’ উপাধিতে অভিহিত করা হতো।

১৩৭৯। আরবী পরিভাষায় বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি ভালবাসা উচ্চ মহিলার অস্তরের অস্তরে নিবন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অথবা তার প্রতি ভালবাসা তাকে অভিভূত করে ফেলেছিল অথবা তার হৃদয়ের আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলেছিল (লেইন)।

১৩৭৯-ক। তারা তাঁকে পবিত্র, নিষ্পাপ, নির্দোষ ও গুণ্ঠিত ব্যক্তিত্ব বলে মনে করলো।

১৩৮০। এর ব্যাখ্যা এই হতে পরে, যখন সেই রমণীকুল হ্যরত ইউসুফ (আঃ)কে দেখলো তারা তাঁর পবিত্র, নিষ্পাপ ও সৌম্যমূর্তি চেহারা দেখে বিস্ময়-বিস্মৃত হয়ে অন্যমনস্কভাবে হস্তস্থিত ছুরি দ্বারা ফলের পরিবর্তে নিজেদের হাতটা কেটে বসলো। অথবা এই বাক্য মহিলাদের বিস্ময়ভিত্তি হওয়ার অবস্থার চিত্রাংকণ বলা যেতে পারে। আরবী বাগধারায় ‘আয়ুল আনামেল’ (অর্থ দাঁতে আঙুল কাটা) বিস্ময় বা হতবাক প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যেহেতু কোন কোন সময় বস্তুর নাম উহার অংশ বিশেষকেও বুঝায়, সেহেতু এখানে হাত শব্দ দ্বারাও হাতের আঙুল বুঝায়। তালমুদ কিভাবে উল্লেখ রয়েছে মেহমানদের কমলা লেবু দেয়া হয়েছিল এবং তারা (মহিলারা) যোসেফের (হ্যরত ইউসুফ-আঃ) প্রতি তাকিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হয়ে গেল এবং অন্যমনস্ক হয়ে তাদের অনেকে নিজের হাতের আঙুল কেটে বসলো (যিউ এনসাইক ও তালমুদ)।

★ |‘কাত্তা’না আয়দিয়া হুন্না’ (অর্থাৎ তারা তাদের হাত কেটে ফেললো) শব্দগুলো যেভাবে কুরআন করীমে ব্যবহার করা হয়েছে এর আক্ষরিক বা রূপক অর্থ করা যেতে পারে বলে হ্যরত ইমাম রাগেব (রহঃ) মত ব্যক্ত করেছেন। এ স্থলে এ শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থ হবে, ধারাল কোন অন্ত্রের মাধ্যমে হাত কেটে ফেলা। বলা বাহ্যিক আল্লাহ কুরআন নিশ্চয় এ অর্থে শব্দগুলো ব্যবহার করেনি। আর ঘটনার

★চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَلَمَّا رأى قَوْنِي صَهَ فُدَّ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ
مِنْ كَيْدِ كُنَّ دِإِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ^১

يُوسُفُ أَغْرِضَ عَنْ هَذَا وَ
اسْتَغْفِرِي لِذَنِيلِكِ لِإِنَّكِ كُنْتِ مِنْ
الْخَطِيئِينَ^২

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأُ
الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَشَهَّدُ عَنْ نَفْسِهِ
قَدْ شَغَفَهَا حُبًا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ^৩

فَلَمَّا سِمِعَتِ يَمَكْرِهَنَّ آزَسْلَتْ
رَأْيَهِنَّ وَأَغْتَدَتْ لَهُنَّ مِشَكَّاً وَأَتَتْ
كُلَّ دَاجِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكَيْنًا وَقَالَتْ
اَخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وَفَلَمَا رَأَيْتَهُنَّ أَكْبَرَنَّهُ وَ
قَطَعْنَ أَيْدِيهِنَّ وَقُلَّنَ حَاسَ يَلْهُ مَا
هَذَا بَشَرًا إِنَّهُ أَلَا مَلَكٌ كَرِيمٌ^৪

৩৩। সে (অর্থাৎ আয়ীয়ের স্ত্রী) বললো, ‘দেখ, এ সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করেছে। আর নিশ্চয় আমি তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফুসলানো সত্ত্বেও সে (পাপ কাজ থেকে) নিজেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমি তাকে যে আদেশ দিছি সে যদি তা পালন না করে তবে তাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে নির্ঘাত লাঞ্ছিতদের একজন বলে গণ্য হয়ে যাবে।

৩৪। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা আমাকে যে দিকে ডাকছে এর চেয়ে কারাবরণ করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর তুমি যদি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে মুক্ত না কর তাহলে আমি এদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।’

৩৫। সুতরাং তার প্রভু-প্রতিপালক তার দোয়া শুনলেন এবং তাকে তাদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

৩৬। এরপর তার সব লক্ষণ (অর্থাৎ ইউসুফের নির্দোষ হবার লক্ষণ) প্রত্যক্ষ করার পর (দুর্নাম থেকে বাঁচার) জন্য তাকে [৬] ৪ কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করাটাই তাদের (অর্থাৎ ১৪ শাসকদের) কাছে সমীচীন বলে মনে হলো^{১৩১}।

৩৭। আর তার সাথে দু’জন যুবককেও কারাবন্দী করা হলো। তাদের একজন বললো, ‘নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) মদ বানানোর জন্য (আঙ্গুর) নিংড়ে রস বের করছি বলে দেখেছি।’ আর অপরজন বললো, ‘আমি (স্বপ্নে) আমার মাথায় ঝটি বহন করছি এবং তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে^{১৩২} বলে দেখেছি।’ তুমি এর ব্যাখ্যা আমাদের জানিয়ে দাও। আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি অবশ্যই একজন সৎকর্মপৱায়ণ লোক।

প্রেক্ষিতে এ ধরনের অবস্থাও অচিক্ষ্যনীয়। এ অর্থের বিকল্পরূপে কোন কোন কুরআন বিশারদ ‘হাত কাটার’ ক্রিয়াটিকে সামান্য ও অল্পক্ষত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শব্দগুলোর আভিধানিক ব্যবহার কথনো এ কথাকে সমর্থন করে না। অতএব আক্ষরিক বা ক্রপক উভয় অর্থের কেবল একটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের বিবেচনায় এ প্রেক্ষাপটে শব্দগুলোর রূপক অর্থ নেয়া ছাড়া গত্যত্ব নেই। এ প্রকাশতন্ত্রীর অর্থ হলো, তারা তাঁকে তাদের নাগালের বাইরে মনে করলো এবং তারা নিজেদের পরাজয় মনে নিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৮১। সেনা অধিনায়ক পটিফার এর স্ত্রীর দুর্নাম রটে যাওয়ায় তার লোকেরা হয়তো ভেবেছিলঃ এই কলঙ্কময় রটনাকে বন্ধ করতে হলে ইউসুফকে কয়েদীর বেশে জেলে পাঠানো উচিত এবং তাকে অপরাধী মনে করার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হবে এবং এই স্ত্রীলোকটির অপবাদ

১৩৮২। মাদকদ্রব্য এবং ঝগড়া প্রস্তুতকারীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানার জন্য আদি পুস্তক-৪০ দ্রষ্টব্য।

قَالَتْ فَذِلِكُنَّ الَّذِي لَمْ يُشْتَأْنِي فِيهِ وَ
لَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمَ وَ
لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمْرِهُ لَيُسْجِنَنَّ وَ
لَيَكُونَنَّا مِنَ الصَّاغِرِينَ ②

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا
يَذْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِي
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ
الْجَهْلِيِّينَ ③

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّفَ عَنْهُ
كَيْدَهُنَّ دَرَانَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ④

شَهَ بَدَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْأَيْتِ
لَيُسْجِنْتَهُ حَتَّى جِئِنَ ⑤

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَبَيْنَهُ قَالَ
أَحَدُهُمَا إِلَيْيَ آزِيفَيْ أَعْصِرُ خَمْرَاجَةَ
قَالَ الْآخَرُ إِلَيْيَ آزِيفَيْ أَخِيمُلْ فَوْقَ
رَأْيِيْ خَبِرَأْ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ دَنِيَنَ
بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ⑥

৩৮। সে বললো, ‘তোমাদের কাছে তোমাদের দু’জনের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার আসার আগেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদের জানিয়ে দিব। (স্বপ্নের ব্যাখ্যার) এ (জ্ঞান আমি সেই) জ্ঞান (থেকে লাভ করেছি) যা আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন। নিচয় আমি সেই সম্পদায়ের ধর্মীয় মতবাদ পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং যারা পরকালেও অবিশ্বাসী।

৩৯। *আর আমি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের ধর্মের অনুসরণ করেছি। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ (তোহীদের শিক্ষা) আমাদের ও (বিশ্বাসী) মানুষদের ওপর আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

৪০। হে আমার দুই কারাসঙ্গী! (বল দেখি) ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রভু উত্তম, নাকি প্রবলপরাক্রান্ত এক আল্লাহ উত্তম?

★ ৪১। *তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে কেবল এমনসব নামের উপাসনা করছ যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা (কল্পিত উপাস্যদের) দিয়ে রেখেছ যার সমর্থনে আল্লাহ কোন যুক্তিপ্রমাণ অবর্তীর্ণ করেননি। *সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। *তিনি আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। *এ হলো চিরস্থায়ী ও স্থিতিদানকারী ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।★

৪২। হে আমার দুই কারাসঙ্গী! (তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো,) তোমাদের একজন তার মালিককে মদ পান করাবে। আর অন্যজনকে ত্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হবে এবং পাথি তার মাথা থেকে (ঠুক্রে ঠুক্রে) খাবে। যে বিষয়ে তোমরা দু’জন আমার কাছে (ব্যাখ্যা) জানতে চেয়েছ এ (সম্পর্কে চূড়ান্ত) সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়া হয়েছে।

৪৩। আর তাদের দু’জনের মাঝে যে মুক্তি পাবে বলে সে (অর্থাৎ ইউসুফ) মনে করেছিল তাকে সে বললো, ‘তুমি তোমার মালিকের কাছে আমার কথা বলো।’ কিন্তু শয়তান তার মালিককে (এ কথা) স্মরণ করাতে তাকে ভুলিয়ে দিল। সুতরাং কয়েক^{১০৩} বছর সে (অর্থাৎ ইউসুফ) কারাগারেই পড়ে রাইল।

قَالَ لَهُ يَأْتِيهِمَا طَعَامٌ شُرَكَانِهِ
إِلَّا تَبَأْثِكُمَا إِنَّا وَيْلٌ لَهُمْ
يَأْتِيَكُمَا هُدًى لِكُمَا مِمَّا عَلَمَنَا رَبِّيْ
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
بِإِلَهٍ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفَّارُونَ⑤

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبَاءِي إِنْزِهِمْ وَ
إِسْحَاقَ وَيَغْفُوْبَ، مَا كَانَ لَنَا أَنْ
نُشْرِكَ بِإِلَهٍ وَمِنْ شَيْءٍ مَدِيلَكَ مِنْ فَضْلِ
اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلِكَنْ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ⑥

يَصَاحِبِي السَّاجِنِيْنَ أَزْبَابَ مُتَفَرِّقِيْنَ
خَيْرًا مِنَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ⑦

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا أَنْسَمَاءَ
سَمَيَّتْمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَنٍ مِنْ الْحُكْمِ لَا إِلَهُ
أَمْرَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ مَذِيلَكَ
الْجِئِينُ الْقَيْمُ وَلِكَنْ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ⑧

يَصَاحِبِي السَّاجِنِيْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي
رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْأَخْرَ فَيُضَلِّبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَقُضِيَ
الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَشَفَّتِيْنَ⑨

وَقَالَ لِكَذِيْي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا
إِذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ رَفَانِسَهُ الشَّيْطَنُ
ذُكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّاجِنِ بِضَعَهِ
سِنِينَ⑩

★ ৪৪। বাদশাহ বললো, ‘নিচয় আমি (স্বপ্নে) সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখছি, যেগুলোকে সাতটি হ্যাংলা-পাতলা গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ-সতেজ শস্যের শীষ ও অন্য (সাতটি) শুক্নো শীষও (দেখছি)। হে পারিষদবর্গ! তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারলে আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও।’

৪৫। তারা বললো, ‘এসব হলো এলোমেলো স্বপ্ন এবং এ ধরনের উন্নত (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা করার জ্ঞান আমাদের নেই।’

৪৬। আর সেই দুই (কয়েদীর) মাঝে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর (ইউসুফের কথা যার) মনে পড়লো সে বললো, ‘আমি এর ব্যাখ্যা (সম্পর্কে) তোমাদের জানাব। অতএব তোমরা আমাকে (ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দাও।’

৪৭। হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! স্বপ্নে দেখা সাতটি মোটাতাজা গাভী, যেগুলোকে সাতটি হ্যাংলা-পাতলা (গাভী) খাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ-সতেজ শস্যের শীষ এবং অন্য (সাতটি) শুক্নো শস্যের শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদের বুঝিয়ে দাও যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি যেন তারা (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) জানতে পারে।

৪৮। সে বললো, ‘তোমরা একাধারে সাত বছর চাষাবাদ করবে এবং যে ফসল তোমরা কাটবে তা থেকে নিজেদের খাওয়ার জন্য অল্প কিছু রেখে বাকীটা শীষসহ সংরক্ষণ করবে।

৪৯। এর পরপরই কঠিন সাতটি (বছর) আসবে^{১৩৪}, যা তোমাদের এ (বছর)গুলোর জন্য পূর্ব থেকে জমিয়ে রাখা (শস্যভাস্তর) নিঃশেষ করে ফেলবে। তবে সেই সামান্য অংশের কথা ভিন্ন যা তোমরা (ভবিষ্যত চাষাবাদের জন্য) সংরক্ষণ করবে।

★ ৫০। এরপর (এমন) এক বছর আসবে যখন প্রচুর বৃষ্টি দিয়ে [৭] লোকদের অনুগ্রহিত^{১৩৫} করা হবে এবং তারা এ (বছরে ১৬ ফলমূল ও শস্যদানা থেকে রস ও তেল) নির্ডারে^{১৩৬}।

★ [কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী ‘কৃয়িম’ শব্দটি প্রবল শক্তিশালী প্রভৃতি গুণের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। এ শব্দটি বিষয়াবলীর সহজ ও সরলীকরণের প্রতি ইঙ্গিতবাহী। অতএব সব ধর্মতের অভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলোকে ‘দীনুল কায়্যিম’ হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। একই শব্দের জন্য সূরা বাইয়েনহ ১৮:৬ দ্রষ্টব্য। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন কর্মীরের পরিশিষ্টে হ্যরেত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৩৮৩। “বিয়টন” সংখ্যা বুঝায়, কিন্তু এর দ্বারা সাধারণত তিনি থেকে নয় সংখ্যা বুঝায় (লেইন)।

১৩৮৪। হ্যরেত নবী করীম (সাঃ) এর যুগে আরব দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল যা সুদীর্ঘ সাত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তা এতই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ছিল যে লোকেরা মৃত্যুর পচা গলিত মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিল (বুখারী)।

وَقَالَ الْمَلِكُ لِرَبِّهِ أَذِّي سَبْعَ بَقَرَاتٍ
سِمَانٍ يَا كُلْهُنَ سَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ
سُبْلِلٍتِ خُضْرٍ وَأَخْرَى يُسْتِتِ دِيَّا يَهْمَا
الْمَلَا أَفْتَوْنِي فِي رُؤْيَا يَأْيِي إِنْ كُثْنُمْ
لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ^{৩৩}

قَالُوا أَصْغَاهُ أَخْلَامُهُ وَمَا نَحْنُ
يَتَأْوِيلُ الْأَخْلَامَ بِعِلْمِنَ^{৩৪}

وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّهَرَ بَعْدَهُ
أُمَّةٌ أَنَا أُنِّيْكُمْ يَتَأْوِيلُهُ فَأَرْسَلْوْنَ^{৩৫}

يُوْسُفُ أَيَّهَا الصَّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعَ
بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا كُلْهُنَ سَبْعَ عِجَافٍ
وَسَبْعَ سُبْلِلٍتِ خُضْرٍ وَأَخْرَى يُسْتِتِ
لَعَلَّنِي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُونَ^{৩৬}

قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبْلِلَةِ رَلَّا
قِلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ^{৩৭}

شَهْرَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شَهْرًا
يَا كُلْنَ مَا قَدْ مَتَمْ لَهُنَ لَا قِلِيلًا
مِمَّا تُحِصِّنُونَ^{৩৮}

شَهْرَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ
يُعَاقِبُ النَّاسُ وَفِيهِ يَغْصُرُونَ^{৩৯}

৫১। আর বাদশাহ বললো, ‘তাকে (অর্থাৎ ইউসুফকে) আমার কাছে নিয়ে আস।’ অতএব দৃত যখন তার কাছে গেল সে বললো, ‘তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস কর সেই মহিলাদের অবস্থা কী যারা নিজেদের হাত কেটেছিল^{১৩৮}? নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে ভালো করেই জানেন।’*

★ ৫২। সে (অর্থাৎ বাদশাহ) বললো, ‘(হে মহিলারা!) তোমাদের (আসল) ব্যাপারটি কী ছিল যখন ইউসুফকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (পাপকাজে) তোমরা ফুসলাতে চেয়েছিলেন?’ তারা বললো, ‘(এরপ মানুষ সৃষ্টি করার জন্য) আল্লাহ মহিমান্বিত!^{১৩৯} আমরা তার মাঝে কোন দোষ দেখতে পাইনি।’ আয়ীয়ের স্ত্রী বললো, ‘এখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমিই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে (পাপকাজে) ফুসলাতে চেয়েছিলাম। আর নিশ্চয় সে-ই সত্যবাদী।’

★ ৫৩। (ইউসুফ বলেছিল,) ‘এ (কথা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য) হলো, সে (অর্থাৎ আয়ীয়) যেন জানতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং (সবাই যেন জানতে পারে) নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফল হতে দেন না।

দেখুন : ক. ১২৪৩২; খ. ১২৪৩২।

১৩৮৫। ‘ইউগাছু’ শব্দের অর্থঃ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে বা তাদের দুর্দশা দূর্বীভূত করা হবে, অথবা তাদেরকে সাহায্য ও সহায়তা করা হবে। কোন কোন খৃষ্টান লেখক অঙ্গতার কারণে আপন্তি উত্থাপন করে লিখেছে যে মিশ্রে যেহেতু বৃষ্টি কদাচিত হয় এবং জমির উর্বরতা নীল নদের জোয়ারের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু কুরআন শরীফের বর্ণনা সাধারণ ভৌগলিক বিষয়াদির বিরোধী। স্পষ্টত উল্লেখিত শব্দের দুটি অর্থ কুরআনের উক্তির সাথে মিল যায়। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত অর্থেও এই শব্দ গ্রহণ করা হয় তবুও আপন্তির কোন স্থান নেই। কারণ যদিও মিশ্রের ভূমির উর্বরতা নীল নদের প্রাবন-ভিত্তিক, তবু নীলের এই প্রাবনও নির্ভর করে এর উৎপত্তিস্থল পাহাড়ে বৃষ্টি বর্ষণের উপর।

১৩৮৬। “ইয়াসিরুন” শব্দ ‘আসিরা’ থেকে উত্তৃত যার অর্থঃ (১) সে বস্তুটিকে চাপ দিয়ে রস নিংড়ালে, (২) সে তাকে সহায়তা করলো বা উদ্ধার করলো বা রক্ষা করলো বা সংরক্ষণ করলো, (৩) সে কাউকে কিছু দিল বা কারো কিছু উপকার করলো (লেইন)।

১৩৮৭। হযরত ইউসুফ (আঃ) কোন সাধারণ ব্যক্তি নন – এটা উপলক্ষ্মি করে বাদশাহ তাকে কয়েদখানা থেকে তৎক্ষণাত মুক্তি দেয়ার মনস্ত করলেন। কিন্তু যে পর্যন্ত না তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ঘটনার আদ্যোপাত্ত তদন্ত হয় এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন, সে পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ) মুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর এই তদন্ত দাবী করার দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত বাদশাহ যেন জানতে পারেন যে তিনি নির্দোষ ছিলেন এবং ভবিষ্যতে দুষ্ট লোকেরা যেন তাঁর শাস্তির অভিযোগের কারণ দেখিয়ে বাদশাহুর মন বিষাক্ত করে তুলতে না পারে। দ্বিতীয়ত তাঁর উপকারী পঢ়িফার যেন এই ভুল ধারণার বশবর্তী না থাকতে পারে যে ইউসুফ তার প্রতি অবিষ্কৃত প্রমাণিত হয়েছিল।

★ [এ সূরার ৩২ আয়াতে হ্যুর রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য]

১৩৮৮। এই বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে যে মেহমান মহিলাদের হাত (আঙ্গুল) বাস্তবিকই কেটেছিল। নতুনা ইউসুফ (আঃ) এই ঘটনার প্রতি নির্দেশ করতেন না। হযরত হতভব হয়ে অথবা আলাপে নিমগ্ন হয়ে অন্যমনক্ষতাবে মহিলাদের অনেকে তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। অর্থাৎ তারা অসাবধানতার মধ্যে পতিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতই যদি এরপ না ঘটে থাকতো তবে হযরত ইউসুফ (আঃ) হাত কাটার কথা উল্লেখ করতেন না। ‘হাশা লিল্লাহে’ অর্থ আল্লাহ বাঁচান, বা আল্লাহ মহিমান্বিত! (লেইন)।

وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتُؤْنِيْ بِهِ جَلَّمَا
جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ رَأْيَكَ
فَسَلَّمَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الِّتِي قَطَعْنَ
آبِدِيْهِمْ طَرَانَ رَبِّيْ يَكِيدِهِمْ عَلَيْهِمْ^১

قَالَ مَا خَطْبُكَ لَذِ رَأَدْ شَنَّ يُوْسُفَ
عَنْ تَقْسِيْهِ قُلْنَ حَاسَ شِلْوَمَا عَلِمَنَا
عَلَيْهِ مِنْ سُوْرَهِ قَالَتْ امْرَأَتْ
الْعَزِيزِ الْثَنَ حَضَّرَصَ الْحَقُّ رَأَنَا
رَأَدْ شَنَّ عَنْ تَقْسِيْهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ
الصَّدِيقِينَ^২

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَيْنَ لَمْ أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَابِرِينَ^৩

- ★ ৫৪। আর আমি নিজেকে দুর্বলতামুক্ত বলে দাবী করি না।
কেননা মানবপ্রবৃত্তি নিশ্চয় মন্দের দিকে প্ররোচিত করে থাকে।
তবে আমার প্রভু-প্রতিপালক যার প্রতি দয়া^{১৭৯} করেন তার
কথা ভিন্ন। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও)
বার বার কৃপাকারী।'

৫৫। আর বাদশাহ বললো, 'তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে
আস। আমি তাকে নিজের (বিশেষ কাজের) জন্য বেছে নিব।'
অতএব সে যখন তার সাথে আলাপ করলো তখন সে
(ইউসুফকে) বললো, 'নিশ্চয় আজ থেকে তুমি আমাদের কাছে
অতি মর্যাদাবান (ও) বিশ্বস্ত।'

৫৬। সে (অর্থাৎ ইউসুফ) বললো, 'তুমি আমাকে দেশের
ধনভান্নারের দায়িত্বে নিযুক্ত কর। নিশ্চয় আমি উত্তম
রক্ষক^{১৮০} (এবং এ বিষয়ে) জ্ঞানী।'

৫৭। *আর এভাবেই আমরা ইউসুফকে সে দেশে অধিষ্ঠিত
করেছিলাম। সে যেখানে চাইতো সেখানে অবস্থান করতো।
*আমরা যাকে চাই আমাদের কৃপায় ভূষিত করে থাকি। আর
আমরা সৎকর্মপ্রায়ণদের প্রতিদান বিনষ্ট হতে দেই না।

- [৭] ৫৮। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্ষণ্য অবলম্বন করেছে
পরকালের পুরক্ষার তাদের জন্য (হবে) উত্তম।

- ★ ৫৯। আর ইউসুফের ভাইয়েরা এল এবং তার কাছে উপস্থিত
হলো। সে তাদের চিনতে পারলো, কিন্তু তারা তাকে চিনতে
পারলো না।

দেখুন : ক. ১২৪২২ খ. ২৪১০৬; ৩৪৭৫ গ. ১২৪১৬।

১৩৮৯। এই খণ্ড বাক্য 'ইঙ্গু মা রাহিমা রাবী' (ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন) তিন প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ : (ক)
সেই নফস যার উপর আল্লাহ তাআলার দয়া আছে, 'মা' শব্দাংশ এখানে 'নফস' অর্থে ব্যবহৃত; (খ) সে ছাড়া যার উপর আমার প্রভু
দয়া করেন, এখানে 'মা' মানুষ বা লোক অর্থে ব্যবহৃত (গ) হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ তাআলারই করণে যাকে পছন্দ করেন তাকে রক্ষা করে
থাকেন। এই তিনটি অর্থ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিন প্রকারের অবস্থার প্রতি নির্দেশ করে যখন মানুষ আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা অর্জন
করে যে অবস্থাকে 'নফসে মুতমা'ইন্নাহ' বা শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা বলা হয় (৮৯:২৮)। দ্বিতীয় অর্থ সেই লোকের জন্য প্রযোজ্য যে এখনো
'নফসে লাও ওয়ামাহ' বা পুনঃ পুনঃ ভর্ত্সনাকারী আত্মার অবস্থায় রয়েছে (৭৫:৩), অর্থাৎ যখন মানুষ তার পাপাচারের এবং স্বাভাবিক
কুপ্রবৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদ বা লড়াই করতে থাকে, কখনো এই কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করতে পারে, আবার কখনো এদের দ্বারা পরামৃত
হয়ে যায়। তৃতীয় অর্থ সেই লোকের জন্য প্রযোগ করা হয়ে থাকে যার মধ্যে কুবৃতি বা পশুত্ব প্রবল থাকে বা প্রাধান্য বিস্তার করে চলে।
এই অবস্থাকে 'নফসে আম্মারাহ' বা বেশী বেশী মন্দ কার্যে আদেশ দানকারী আত্মা বলা হয়।

১৩৯০। ইউসুফ (আঃ) খাজাপিণ্ডখানা বা অর্থ দণ্ডের কাজ পছন্দ করলেন। তাঁর উক্ত পছন্দ সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে ছিল যাতে তিনি এই
দণ্ডের পরিচালনায় একগ্রহণ সাথে মনোনিবেশ করতে পারেন যার সাথে বাদশাহৰ স্বপ্ন সত্যে বাস্তবায়িত হওয়া গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল।

وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي جَنَّ النَّفَسَ
لَأَمَّا رَبِّهَا بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَبَّهُ طَرَقَ رَبِّي
غَفُورٌ حَيْمٌ ⑩

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ
لِنَفْسِي ۝ فَلَمَّا كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ
كَدِينًا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝

قَالَ اجْعَلِنِي عَلَىٰ حَزَّائِنِ الْأَرْضِ ۝ رَبِّي
حَفِيظٌ عَلَيْمٌ ⑪

وَكَذَلِكَ مَكَّنَاهُ لِيُؤْسَفَ فِي الْأَرْضِ ۝
يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۝ نُصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ۝ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِينِ ⑫

وَلَا جُرْأَ الْأُخْرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَمْنُوا ۝
كَنْوَا يَتَّقُونَ ⑬

وَجَاءَ لِخَوَةُ يُوسَفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ
فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ⑭

★ ৬০। আর সে যখন তাদেরকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে দিল তখন সে বললো, ‘তোমাদের পিতার ১৩৯০-ক দিক থেকে তোমাদের যে এক ভাই আছে তাকে নিয়ে আস। তোমরা কি দেখছ না, আমি (শস্য-বরাদ্দ) নিশ্চয় পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিসেবক?’

৬১। আর তোমরা তাকে আমার কাছে না নিয়ে এলে তোমাদের জন্য আমার কাছে (শস্যের) কোন পরিমাণ (বরাদ্দ) থাকবে না এবং তোমরা আমার কাছে (আর) এসো না।’

৬২। তারা বললো, ‘আমরা তার পিতাকে তার ব্যাপারে অবশ্যই রাজী করাতে চেষ্টা করবো। আর নিশ্চয় আমরা এ (কাজ) করেই ছাড়বো।’

৬৩। আর সে তার কর্মচারীদের বললো, ‘তোমরা তাদের পূঁজি তাদের মালপত্রের মাঝে রেখে দাও যেন তাদের পরিবারপরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তারা এ (অনুগ্রহের বিষয়) জানতে পারে। সম্ভবত (এতে করে) তারা আবারো ফিরে আসবে।’

৬৪। এরপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তারা বললো, ‘হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দাও যেন আমরা আমাদের (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ পেতে পারি। আর আমরা নিশ্চয় তার হিফাজত করবো।’

৬৫। সে বলল, ‘আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদের ওপর সেভাবেই ভরসা করবো যেভাবে ইতোপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের ওপর ভরসা করেছিলাম?’ এক্ষেত্রে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষক এবং তিনিই দয়ালুদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।’

৬৬। আর তারা যখন নিজেদের মালপত্র খুলল তখন তারা দেখতে পেল তাদের পূঁজি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

وَلَمَّا جَهَزْهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ
إِئْتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَيِّنْكُمْ جَاءَ
تَرَوْنَ آتِيًّا أُوْفِي الْكَيْلَ وَآتَا حَيْثُ
الْمُتَزَلِّيْنَ ④

قَاتِلُوكُمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ
عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ④

قَالُوا سَنْرَأِيْدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا
لَفَاعِلُونَ ④

وَقَالَ لِفِتَيْنِيهِ اجْعَلُوا يَضْعَافُهُمْ
فِي رَحَابِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا
انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ④

فَلَمَّا رَأَيْعُوا إِلَى آيَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا
مُنْيَةً مِنَ الْكَيْلِ فَأَرْسَلَ مَعَنَا أَخَانَا
نَكْتَلَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ ④

قَالَ هَلْ أَمْنِكُمْ عَلَيْهِ رَلَّا كَمَا أَمْنَتُكُمْ
عَلَّ أَخِيهِمْ مِنْ قَبْلِهِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ حَفْظَارِ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ④

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا يَضْعَافُهُمْ

তারা বললো, ‘হে আমাদের পিতা! আমাদের (আর) কী চাওয়ার আছে? এই দেখ আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে! আর (আমাদের ভাই আমাদের সাথে গেলে) আমরা আমাদের পরিবারের জন্য শস্যাদি নিয়ে আসবো এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের হিফাজত করবো। আর আমরা আরো এক উট বোঝাই^{১৩৯১} (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ বেশি পাব। এ (শস্য বরাদ্দের) পরিমাপ (পাওয়া) অতি সহজ।

৬৭। সে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বললো, তোমরা তাকে আমার কাছে অবশ্যই (ফিরিয়ে) নিয়ে আসবে, এ মর্মে আমার কাছে আল্লাহর নামে দৃঢ় অঙ্গীকার না করা পর্যন্ত আমি কখনো তাকে তোমাদের সাথে পাঠাব না। তবে তোমরা নিজেরাই (চরম বিপদে) পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লে সে কথা ভিন্ন। অতএব তারা যখন তাকে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদান করলো তখন সে বললো, ‘আমরা যা-ই বলছি আল্লাহ এর পর্যবেক্ষক।’

৬৮। আর সে বললো, ‘হে আমার পুত্ররা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর (অমোঘ বিধানের) বিরুদ্ধে আমি তোমাদের কোন কাজে আসতে পারবো না। সিদ্ধান্ত দেয়া একমাত্র আল্লাহরই (হাতে)।^১ তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই ওপর সব ভরসাকারীর ভরসা করা উচিত।’

★ ৬৯। আর তাদের পিতা যেভাবে তাদের আদেশ করেছিল তারা যখন সেভাবে প্রবেশ করলো তখন তা আল্লাহর (অমোঘ বিধানের) বিরুদ্ধে তাদের কোন কাজেই এল না। তবে ইয়াকুবের অন্তরে এক স্বতঃলক্ষ জ্ঞানের (দরজন) যে আকাঞ্চ্ছা ছিল তা সে এভাবে পূর্ণ করলো^{১৩৯২}। আর নিশ্চয় সে (মহান) জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল। কারণ আমরা তাকে জ্ঞান দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ লোক (তা) জানে না।

৮ [১১] ২

رَدَّتْ رَأْيَهُمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا تَبْغِي
هُذِهِ بِضَاعْثَنَا رُدَّتْ رَأْيَنَا وَ نَمِيرُ
أَهْلَنَا وَ نَحْفَظْ أَخَنَا وَ نَزَادُ كَيْلَ
بَعْيَرِ دِلْكَ كَيْلَ يَسِيرَ^৩

قَالَ لَئِنْ أُرْسِلَةَ مَعْكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ
مَوْتِيقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتِنَّنِي بِهِ إِلَّا آنَّ
يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْتَقَهُمْ
قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَفُولٌ وَ كَيْلٌ^৪

وَقَالَ يَبْرِنَيْ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
وَمَا أَغْنِيَ عَنْكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ
الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَعَلَيْهِ تَوْكِيدُ
فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ^৫

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبْوَهُمْ
مَا كَانَ يُغْرِيَ عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَحْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ
لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^৬

দেখুন ৪ ক. ১১৪৫৭, ৮৯; ১৪৪১২।

১৩৯১। “এক উট বোঝাই” এর অর্থ একটি উট যে পরিমাণ তার বহন করতে পারে, সেই পরিমাণ বোঝা উটের পিঠের উপরে বহন করে আনা।

১৩৯২। হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন অথবা গ্রীষ্মী-বাণীর মাধ্যমে সম্ভবত সংবাদ পেয়েছিলেন যে মিশরের সেই ব্যক্তি হ্যরত ইউসুফ (আঃ) ছাড়া আর কেউ নয়। সেই জন্যই তিনি তাঁর পুত্রদের পৃথক পৃথকভাবে শহরে প্রবশে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বেনজামিনের সাথে একা সাক্ষাৎ করার ও কথা বলার সুযোগ লাভ করতে পারেন।

৭০। আর তারা যখন ইউসুফের সামনে উপস্থিত হলো তখন সে তার (আপন) ভাইকে নিজের কাছে স্থান দিয়ে বললো, ‘নিশ্চয় আমি তোমার ভাই। কাজেই তারা যা করে এসেছে এর জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না।’

৭১। অতএব সে যখন তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে তাদেরকে (বিদায়ের জন্য) প্রস্তুত করলো তখন সে (ভুলক্রমে) তার ভাইয়ের মালপত্রের মাঝে পানপাত্র রেখে^{১৩৯৩} দিল। এরপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলো, ‘হে কাফেলার লোকেরা! নিশ্চয় তোমরা চোর^{১৩৯৪}।’

৭২। তারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা) তাদের দিকে ফিরে বললো, ‘তোমরা কী হারিয়েছ?’

৭৩। তারা বললো, ‘আমরা শস্য মাপার শাহীপাত্র হারিয়ে ফেলেছি এবং যে-ই এটা (খুঁজে) নিয়ে আসবে তাকে (পূরকারস্বরূপ) এক উট বোঝাই (খাদ্যশস্য) দেয়া হবে। আর আমি এর নিশ্চয়তা দিচ্ছি।’*

৭৪। তারা (উভয়ে) বললো, ‘আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই জান আমরা এদেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।’

৭৫। তারা বললো, ‘তোমরা যদি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও তাহলে এর শান্তি কী হবে?’

১৩৯৩। ‘জায়ালা’ শব্দের অর্থ ‘রাখলো’। এটি এই অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে যে ইউসুফ (আঃ) নিজেই পেয়ালাটি তাঁর ভাইয়ের ধলের মধ্যে রাখবার আদেশ দিয়েছিলেন যেন সে তার সফরে সেটা ব্যবহার করতে পারে, অথবা পেয়ালাটি হয়তো ঘটনাক্রমে ইউসুফের অজান্তে বেনজামিনের মালপত্রের সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

১৩৯৪। এরপ বললে ভুল হবে যে ইউসুফ (আঃ) নিজেই তাঁর ভাইদের ধলেতে পেয়ালটি রাখার নির্দেশ দিয়ে পরে তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। এইরপ কর্ম ইউসুফ (আঃ) এর মর্যদার পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা পানপাত্র ছিল (সিকাইয়াহ) যা ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইয়ের ধলিতে রাখবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অথচ রাজকীয় ঘোষণাকারীর প্রচারানুযায়ী যা হারিয়েছিল তা ছিল ‘সুওয়া‘আ’ অর্থাৎ পরিমাপ করার পাত্র, পান-পাত্র নয়। মনে হয় বহু বছরের বিচ্ছেদ অবসানের পর স্বল্পকালের সাক্ষাৎ শেষে ভাইদের ফিরতি সফরের প্রস্তুতি পর্বে সাহায্য করার উদ্দেশ্যান্বয় এবং ভাই বেনজামিনের আশ বিদায় ও বিয়োগ-ব্যাথায় হ্যরত ইউসুফ (আঃ) পিপাসার্ত হয়ে পানি ঢেয়েছিলেন। রাজকীয় পরিমাপ-পাত্রে তাঁর জন্য পানি আনা হয়েছিল। এই জাতীয় পাত্র সেই যুগে পরিমাপ এবং পানীয় পান করা উভয় কাজেই ব্যবহৃত হতো। পিপাসা নির্বারণ করার পর ইউসুফ(আঃ) অন্যমনক্ষত্রে পাত্রটি বেনজামিনের মালপত্রের মধ্যেই রেখেছিলেন এবং সকলের অলঙ্ক্ষে ও অজান্তে তাঁর ভাইয়ের মাল-পত্রের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তৎক্ষণাত বুঝতে পেরেছিলেন, কি প্রকারে এটি ঘটেছিল। কিন্তু তিনি মনে করলেন, আদ্যোপাত্ত ঘটনাটি আল্লাহ তালাআর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটেছে — হ্যাত বেনজামিনের পিছনে থেকে যাওয়ার জন্যই। এটা ভেবে তিনি পরিণামদর্শী বিজ্ঞের মতই মরণ-যাত্রীদের দল বিদায় না হওয়া পর্যন্ত নীরব রইলেন।

★ [শাহীপাত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাখা হয়নি বরং ভুলক্রমে এমনটি হয়েছিল। নতুবা আল্লাহ তাআলা একথা বলতেন না ‘আমরা এভাবেই ইউসুফের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম।’ এ পরিকল্পনা যদি ইউসুফের নিজেরই হয়ে থাকতো তাহলে আল্লাহ এ ঘটনাটিকে নিজের প্রতি আরোপ করতেন না। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উদ্বৃত্ত অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত তীকা দ্রষ্টব্য)]

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ
أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخْوَكَ فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ④

فَلَمَّا جَاءَهُمْ هُمْ بِجَهَنَّمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ
فِي رَحْلِ أَخِيهِ شُمَّ أَذَنَ مُؤْذِنٌ أَيَّتْهَا
الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ④

قَالُوا وَآتَيْلُوا عَلَيْهِمْ مَّا ذَادُتْ قُدُّوْنَ ④

قَالُوا نَفِقْدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ
جَاءَهُ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَّاَنَابِهِ زَعِيمٌ ④

قَالُوا نَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا
لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ④

قَالُوا فَمَا جَزَّأْدَهُ إِنْ كُنْتُمْ
كُذِّيْنَ ④

৭৬। তারা (উত্তরে) বললো, ‘এর শাস্তি হলো, যার মালপত্রে এ (শাহীপাত্রে) পাওয়া যাবে সে নিজেই এ (কাজের) শাস্তির (দায়ভার গ্রহণ করবে)’^{১৩৯৫}। এভাবেই আমরা অন্যায়কারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।’

৭৭। এরপর সে (অর্থাৎ ঘোষক)^{১৩৯৬} তার (অর্থাৎ ইউসুফের) আপন ভাইয়ের পূর্বে অন্যান্যদের বস্তা (তল্লাশি) আরম্ভ করলো^{১৩৯৬-ক} (এবং) এরপর তার ভাইয়ের বস্তা থেকে সেই (শাহীপাত্র) বের করে আনলো। এভাবেই আমরা ইউসুফের^{১৩৯৭} জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম। আল্লাহ্ যদি না চেয়ে থাকতেন তাহলে সে তার ভাইকে বাদশাহৰ আইন অনুযায়ী (নিজের কাছে) ধরে রাখতে পারতো না।^{১৩} আমরা যাকে চাই মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানের অধিকারীর উর্ধ্বে একজন সর্বজ্ঞনী আছেন।

৭৮। তারা (অর্থাৎ ইউসুফের ভাইয়েরা) বললো, ‘এ যদি চুরি করে থাকে তাহলে (অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ) তার এক ভাইও এর পূর্বে চুরি করেছিল’^{১৩৯৮}। কিন্তু ইউসুফ এ (অভিযোগের প্রতিক্রিয়া) নিজের মনে লুকিয়ে রাখলো এবং তাদের কাছে তা প্রকাশ করলো না। সে (কেবল মনে মনে) বললো, ‘তোমরা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।’

৭৯। তারা বললো, ‘হে ক্ষমতাধর ব্যক্তি! এর এক অতি বৃক্ষ পিতা^{১৩৯৯} আছে। অতএব এর স্ত্রে আমাদের কাউকে (আটক) রাখ। আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।’

দেখুনঃ ক. ৬৪৮৪।

قَالُوا جَرَأْوَهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ
جَرَأْوَهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّلِمِينَ^⑦

فَبَدَأَ يَا وَعِيَّتِهِمْ قَبْلَ دَعَاءِ أَخِيهِ شَمَّ
اَسْتَهْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ
كَذَلِكَ لِيُوسُفَ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ
فِي دِينِ الْمَلِكِ لَاّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
تَرَفَعُ دَرَجَتٍ مَنْ نَسَاءَ وَفُوقَ كُلِّ ذِي
عِلْمٍ عَلَيْهِمْ^⑧

قَالُوا إِنَّ يَسِيرُ فَقَدْ سَرَقَ أَخَّهُ مَنْ
قَبْلُهُ، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ
لَمْ يُبُوْهَا لَهُمْ، قَالَ أَنْتُمْ شَرَّ
مَكَانًا، وَإِنَّمَا أَعْلَمُ بِمَا تَصْفُونَ^⑨

قَالُوا يَا يَهَا الْعَزِيزُ لَكَ أَبَا
شِيفَخَا كَيْرِيًّا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ^⑩

১৩৯৫। ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা উত্তেজনা ও আক্ষেপে নিজেরাই বলে উঠলো যে যার থলিতে পরিমাপ-পাত্রটি পাওয়া যাবে তাকে তার আচরণের জবাবদিহি করার জন্য ধরে রাখা উচিত। এইভাবে ইউসুফ তাঁর ভাইকে চুরির অভিযোগে দায়ী না করে নিজের কাছে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৩৯৬। এখানে ‘সে’ সর্বনাম (পরিমাপ-পাত্র হারানো সম্বন্ধে) ঘোষণাকারীকে বুঝাচ্ছে এবং স্বত্বাবতই উক্ত ব্যক্তি তল্লাশী করতে এগিয়ে এসেছিল।

১৩০৬-ক। অন্যান্য যাত্রীদের থলে প্রথমে তালাশ করার পর শেষে ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের থলে তল্লাশী করা হয়। এটা করা হয়েছিল এক বিশেষ বিবেচনার কারণে, যা তিনি তাঁর ভাই বেনজামিনের প্রতি দেখিয়েছিলেন।

১৩৯৭। এই সকল ঘটনাই আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনা। এতে হয়রত ইউসুফ (আঃ) এর কোন হাত ছিল না। রাজকীয় বা সরকারী পরিমাপ পাত্রটি, যাতে তিনি ঘটনার সময় পানি পান করেছিলেন, সম্পূর্ণ আনন্দ হয়ে তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে রেখেছিলেন এবং তাঁর ভাইদের নিজেদের প্রস্তাৱ মতেই ইউসুফ (আঃ) বেনজামিনকে রেখে দিতে পেরেছিলেন। এভাবেই অবস্থার সাথে ঐশী ইচ্ছার সংযোগের ফলে হয়রত ইউসুফ (আঃ) তাঁর মনের আকাশ্চা পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৩৯৮। এক পাপ অন্য পাপের পথ দেখায়। ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা প্রথমে তাঁকে নিহত করতে চেয়েছিল, এখন তারা একেবারে নির্ভজভাবে তাঁর প্রতিই চুরির অভিযোগ আরোপ করে বসলো।

১৩৯৯। টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮০। সে বললো, 'আমরা আমাদের জিনিষ যার কাছে পেয়েছি
তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আটক রাখার মত কাজ থেকে
[১১] (আমরা) আল্লাহর আশ্রয় চাই। (এমনটি করলে) নিশ্চয়
৩ আমরা যালেম বলে গণ্য হব।'

قَالَ مَعَاذًا لِلّٰهِ أَن نَّا خُذَ إِلَّا مَن وَجَدَ نَا
مَتَّا عَنَّا عِنْدَهُ لَا تَأْذِي أَذًى الظَّالِمُونَ ﴿١٠﴾

★ ৮১। আর তারা যখন তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন
তারা গোপন সলাপরামর্শ করে^{১০১-ক} (সেখান থেকে) সরে
গেল। তাদের বড় (ভাই)^{১০০} বললো, “তোমাদের কি জানা
নেই তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে নিশ্চয় আল্লাহর
নামে এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিল? আর (এর) পূর্বে ইউসুফের
প্রতি তোমরা যে অন্যায় অবিচার করেছিলে (তা স্মরণ কর)।
অতএব আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত অথবা
আল্লাহ আমার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত না দেয়া পর্যন্ত আমি
কখনো এ দেশ ছেড়ে যাব না। আর বিচারকদের মাঝে তিনিই
সর্বোত্তম।

فَلَمَّا اسْتَأْيَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَحْيًا
قَالَ كَيْرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ
قَدْ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتِيقًا مِنَ اللَّهِ وَ
مِنْ قَبْلِ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ
فَلَمَّا آبَرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي
إِلَيَّ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ
الْحَكَمَيْنَ (٤)

৮২। তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে
বল, ‘হে আমাদের পিতা! নিশ্চয় তোমার পুত্র চুরি করেছে
এবং আমরা যা জানি এর বাইরে আমরা কোন সাক্ষ্য দিচ্ছি না
আর অদৃশ্যে (ঘটে যাওয়া) বিষয়ের ওপর আমাদের কোন
হাতও ছিল না।

لَا جُوْهَرًا إِنِّي أَبِينُكُمْ فَقُولُوا إِنَّا بَانَارَاتٍ
ابنَكَ سَرَقَهُ وَمَا شَهَدْتَنَا لَا لَهُ يَمَا
عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفَظْنَاهُ

৮৩। অতএব আমরা যেখানে ছিলাম^{১৪০} সেই জনপদ(বাসীকে) এবং যাদের সাথে আমরা এসেছি সেই কাফেলাকে তুমি জিজ্ঞেস করে দেখতে পার এবং নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী।”

وَسَعِلُ الْقَزِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ
الَّتِي أَفْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِ قُونَ ﴿٧﴾

১৩৯৯। বেনজামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা তাকে ত্যাগ করতে চললো, এমনকি বেনজামিনকে ভাই বলে পরিচয় দিতে অঙ্গীকার করার ভঙ্গীতে বললো, “এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছে।” অর্থাৎ সে যেন তাদের ভাই নয় তাদের এমন ভাব।
 ১৩৯৯-ক। নাজিয়া অর্থ : (১) গোপন, (২) কোন ব্যক্তি যাকে গোপন ব্যাপারে বিশ্বাস করা হয়, (৩) কারো সাথে গোপনে সলাপরামর্শ করা, (৪) গোপনে সলাপরামর্শের কাজ (আকরাব)।

১৪০০। বাইবেলের মতে তাদের চতুর্থ ভাই ‘যুদা’ বা ইহুদা’(সর্বজ্যেষ্ঠ রূবিন নয়) বেনজামীনকে ছেড়ে পিতার নিকট ফিরে যেতে অস্বীকার করলো। কুরআন করীমে ‘কবীর’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ বড় বা ‘বয়োজ্যেষ্ঠ’, ‘আকবর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, যার অর্থ ‘সর্বাপেক্ষা বড় বা সর্বজ্যেষ্ঠ’। অতএব যুদা বা ইহুদা ছিল ইয়াকুব (আঃ) এর চতুর্থ পুত্র এবং হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর জ্যেষ্ঠ ভাতা। তাছাড়া কবীর অর্থ বড় বা জ্যেষ্ঠ, নেতা এবং সমানে বা মর্যাদায় বড় এবং শেষোক্ত অর্থেই এই আয়তে শব্দটি (কবীর) ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব এটা ইহুদাকে বুঝাচ্ছে, রূবিনকে নয়। পিতা হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) এর দৃষ্টিতে ইহুদা যা যুদা রূবিনের তুলনায় বেশী প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল (আদি-৪০ঃ ৮-১০)।

১৪০১। এই আয়াতে ‘কারীয়া’ (জনপদ) অর্থে জনপদবাসী আহ্লে কারীয়াকে বুঝায় এবং ‘স্ট্র’ (উটের কাফেলা) আস্হাবুল স্ট্র-উটের কাফেলার লোকজনকে বুঝায়। আহল এবং আসহাব শব্দম্বর উহু থেকে উদ্দেশ্যকে জোর দিয়ে বুঝাচ্ছে।

- ★ ৮৪। ক্ষে (অর্থাৎ ইয়াকুব) বললো, ‘বরং এটিকে সুন্দর রূপে উপস্থাপন করতে তোমাদের মন তোমাদের প্রতারিত করেছে। সুতরাং (এখন) উন্নম ধৈর্য (ধরাই আমার জন্য শ্রেয়)। হয়তো আল্লাহ্ তাদের সবাইকে^{১৪০২} আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।’
- ★ ৮৫। আর সে তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললো, ‘হায় আমার ইউসুফ!’ তখন দুঃখে তার চোখ ছল ছল^{১৪০৩} করে উঠলো। কিন্তু সে (তার দুঃখ) চেপে রাখলো।
- ★ ৮৬। তারা বললো, ‘আল্লাহ্ কসম! তুমি অসুখে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত বা মরে^{১৪০৪} না যাওয়া পর্যন্ত ইউসুফের কথা বলতেই থাকবে।’

৮৭। সে বললো, ‘আমি আমার বিপন্ন অবস্থা ও মনোবেদনা কেবল আল্লাহ্ কাছেই নিবেদন করি। আর আল্লাহ্ কাছ থেকে আমি সেই জ্ঞান রাখি, যে জ্ঞান তোমরা রাখ না।^{১৪০৪-ক}

৮৮। হে আমার পুত্রা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের^{১৪০৫} অনুসন্ধান কর এবং ‘আল্লাহ্ কৃপা থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্ কৃপা থেকে অবিশ্বাসী ছাড়া আর কেউই নিরাশ হয় না।’

৮৯। অতএব তারা যখন তার (অর্থাৎ ইউসুফের) কাছে এল তারা বললো, ‘হে ক্ষমতাধর ব্যক্তি! আমরা ও আমাদের পরিবার নিদারণ কঠে পড়ে গেছি। আর আমরা খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায়

দেখুনঃ ক. ১২১৯ খ. ১৫৫৫।

১৪০২। ‘হয়তো আল্লাহ্ তাদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন’ ইয়াকুব (আঃ) তাঁর এই বাক্য দ্বারা ইউসুফ, বেনজামিন এবং ইহুদাকে বুবিয়েছেন।

১৪০৩। ‘বাইয়ায়াস্ সাকায়া’আ অর্থ সে পানি অথবা দুধ দ্বারা চামড়ার থলে পূর্ণ করেছিল। ‘ইব্বিয়ায়্যাত আইনাহ্’ তখন ব্যবহার হয় যখন কোন ব্যক্তির অতি দৃঃ-কষ্ট বা ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে চক্ষুদ্বয় অঙ্গুপূর্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং উক্ত আয়াত ব্যক্ত করছে যে দুঃখ-কঠে ইয়াকুব (আঃ) এর নিকট দুনিয়া অঙ্ককারাচ্ছন্ন মনে হলো এবং চক্ষু-সজল হয়ে উঠলো (লেইন, রায়ী, বিহার)।

১৪০৪। ‘হারায়া’ অর্থ সে রোগে বা অতিরিক্ত আসক্তিতে দুর্বল হয়ে গেল, নিজের অবস্থাকে নষ্ট করেছিল, দীর্ঘ স্থায়ী উদ্দেশ উৎকর্ষায় তার শরীর এত দুর্বল ও ক্ষণ হয়ে গেল যে সে নড়াচড়ার উপযুক্ত রইলো না বা মরণাপন্ন হলো (লেইন)।

১৪০৪-ক। এথেকে বুৰা যায় হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে সংবাদ পেয়েছিলেন যে ইউসুফ, ইহুদা এবং বেনজামিন জীবিত আছে।

১৪০৫। এই আয়াতও বলছে, হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইউসুফ, বেনজামিন এবং ইহুদা মিশ্র দেশে বেঁচে আছেন।

قَالَ بْنُ سَوْلَتْ لَكُمْ أَنْفَسْكُمْ أَمْرًا
فَصَبَرْ جَمِيلٌ دَعَسَيَ اللَّهُ أَنْ
يَا تَبَيَّنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ الْعَلِيُّمُ
الْحَكِيمُ^④

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِيْ عَلَى
يُؤْسَفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ
فَهُوَ كَظِيمٌ^⑤

قَالُوا تَالِلُ تَقْتَلُوا تَذَكْرُ يُوسُفَ
حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ
الْهَالِكِينَ^⑥

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيْتِيَ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^⑦

يَبْرَخِي أَذْهَمُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكُفَّارُونَ^⑧

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا يَهَا
الْعَزِيزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
بِيَضَاعَةٍ مُّرْجِيَّةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

(শস্য বরাদ) দাও এবং আমাদেরকে কিছু দান খয়রাতও কর^{১৪০৫-ক}। নিশ্চয় ^كআল্লাহ্ দানখয়রাতকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।'

৯০। সে বললো, 'তোমরা যখন অজ্ঞ ছিলে^{১৪০৬} তখন তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে যা করেছিলে তোমাদের কি তা স্মরণ আছে?'

★ ৯১। তারা বললো, 'তুমই কি সেই ইউসুফ?' সে বললো, 'হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ। আর এ হলো আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের (উভয়ের ওপর) অনুগ্রহ করেছেন। যে-ই তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধরে নিশ্চয় সেক্ষেত্রে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান আল্লাহ্ কখনো বিনষ্ট হতে দেন না।'

৯২। তারা বললো, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং নিশ্চয় আমরাই দোষী ছিলাম।'

৯৩। সে বললো, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ^{১৪০৭} নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর তিনি দয়ালুদের মাঝে সব চেয়ে বেশি দয়ালু।

দেখুন : ক. ১২৪৫৭।

১৪০৫-ক। এখানে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের আচরণ দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তারা নৈতিকভাবে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে তখন তাদের মিশর যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ, বেনজামিন ও ইহুদার অনুসন্ধান করা। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করে নিজেদের জন্য খাদ্য শস্যের প্রার্থনা জানালো।

১৪০৬। এভাবে ভাইদেরকে ভিক্ষা করার ইন্দন্যতার অতিরিক্ত সুযোগ না দিয়ে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মনস্ত করলেন এবং পরোক্ষভাবে সেই বিষয় উথাপন করলেন।

১৪০৭। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে অনিশ্চয়তায় ঝুলিয়ে না রেখে তাদের প্রতি ব্যবহার কীরুপ হবে সে সম্বন্ধে তাদেরকে ভীতি ও আশংকামুক্ত করে বললেন, তাঁর ক্ষমা শতহীন এবং অকপট। এইরূপ বিরাট অস্তুকরণের অঙ্গুলীয় মহৎ ও দয়াপূর্ণ ক্ষমা যা ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের প্রতি দেখিয়েছিলেন তার তুলনা কেবল নবী করীম (সাঃ) এর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। ইউসুফ (আঃ) এর মত আমাদের নবী করীম (সাঃ) মদীনায় দেশান্তরী হওয়ার পর সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং বেশ কয়েক বছর পর দশ হাজার সাহাবীর নেতৃত্বে যখন তাঁর মাত্তুমির শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছিলেন এবং যখন মক্কার কাফেররা তার পদতলে পতিত হয়েছিল তখন নবী করীম (সাঃ) মক্কাবাসীদিগকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা তাঁর নিকট কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে। উভয়ে মক্কাবাসীরা বলেছিল, 'হ্যরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছিলেন'। তৎক্ষণাত রসূল করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।' পূর্বেকার রজপিপাসু জাত-শক্র মক্কার কুরায়শরা যারা নবী করীম (সাঃ) এর জীবন নাশের এবং ইসলাম ধর্মের বিনাশ সাধনের জন্য কোন চেষ্টাই কৃটি করেনি, আজ তাদেরই প্রতি মহানবীর (সাঃ) এইরূপ ক্ষমা-সুন্দর উন্নত চরিত্র ও আদর্শ ব্যবহার মানব জাতির ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অনুপম হয়ে আছে।

وَ تَسْدِقَ عَلَيْنَا مَا رَأَى اللَّهُ يَعْلَمُ
الْمُتَصَدِّقِينَ^{১৪}

قَالَ هَلْ عِلْمَتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ
آخِيَّهُ إِذَا أَنْتُمْ جَاءُ هَلُونَ^{১৫}

قَالُوا إِنَّا كَنَّا نَتَبَرَّكُ بِيُوسُفَ وَ قَالَ أَنَا
يُوسُفُ وَ هَذَا آخِيٌّ رَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يُضِيئُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ^{১৬}

قَالُوا تَابَلُلُوكَدْ أَشَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
إِنْ كُنَّا لَخَطِيعِينَ^{১৭}

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ دَيْغُورُ
اللَّهُ لَكُمْ زَوْهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ^{১৮}

[১৪]
৮

৯৪। তোমরা আমার এ জামাটি সাথে নিয়ে যাও এবং আমার
পিতার সামনে এটি রেখে দিও (তাহলে) তিনি সব বুঝতে
পারবেন। আর (পরবর্তীতে) তোমরা আমার কাছে পরিবারের
সবাইকে নিয়ে এসো'।

৯৫। আর কাফেলাটি যখন যাত্রা করলো (তখন) তাদের পিতা
বললো, 'আমার মতিভ্রম ঘটেছে বলে তোমরা যতই মনে কর
না কেন আমি কিন্তু নিশ্চয়ই ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি'^{১৪০৮}।

[১৪]
৯

৯৬। ^كতারা বললো, 'আল্লাহর ক্ষম! তুমি নিশ্চয় তোমার
সেই পুরাতন ভ্রমের মাঝেই রয়ে গেলে।'

৯৭। এরপর সুসংবাদদাতা যখন এসে পৌছলো (এবং) সে
তার (অর্থাৎ ইয়াকুবের) সামনে সেই (জামাটি) রেখে দিল
তখন সে সব কিছু বুঝতে^{১৪০৯} পারলো। সে বললো, 'আমি কি
তোমাদের বলিনি, নিশ্চয় আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জ্ঞান
রাখি তোমরা সেই জ্ঞান রাখ না?'

৯৮। তারা বললো, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের
জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমরাই ছিলাম
দোষী।'

৯৯। সে বললো, 'আমি অবশ্যই আমার প্রভু-প্রতিপালকের
কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইবো। নিশ্চয় তিনিই অতি
ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

দেখুন : ক. ১২৫৯।

১৪০৮। তাদের দল (ইউসুফের ভাইয়েরা) বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর লোকজনের কাছে বলেছিলেন,
সকল প্রতিকুল অবস্থা সন্ত্রেও তাঁর আশা, তিনি শীত্বই ইউসুফ (আঃ) এর দেখা পাবেন। তাঁর এই নিশ্চিত ধারণাকে জোর দিয়ে ব্যক্ত
করবার জন্য তিনি বলেছিলেন, তোমরা যাতে বলতে না পার যে আমার মতিভ্রম ঘটেছে, (সেজন্য আমি বলবো) নিশ্চয় আমি ইউসুফের
গ্রাণ পাচ্ছি।

১৪০৯। আল্লাহ তাআলা থেকে প্রাপ্ত ইলহামের ভিত্তিতে হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবিত থাকার ব্যাপারে যে বিশ্বাস এবং প্রত্যয় হ্যরত
ইয়াকুব (আঃ) এর মনে ছিল তা এখন তাঁর নিকট তথ্যপূর্ণ জ্ঞানে পরিণত হলো যখন তাঁর সামনে ইউসুফের (আঃ) জামা এনে রাখা
হলো। ফার্তাদ্বা বাসীরান অর্থাৎ তিনি পূর্ণজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) অঙ্ক হয়ে গিয়াছিলেন কুরআন এই
কথা সমর্থন করে না। এই ধারণা আল্লাহ তাআলার এক নবীর মর্যাদার সাথে শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয়, বরং কুরআনের বহু আয়াত এই
কথা অঙ্গীকার করে। মনে হয়, এটাই ছিল সেই জামা যা ইউসুফ (আঃ)কে কৃপে ফেলে দেয়ার সময় তাঁর পরিধানে ছিল।

إِذْ هُبُوا يَقْمِيصُونَ هَذَا فَالنُّقْوَهُ عَلَىٰ
وَجْهِهِ أَيْنِ يَأْتِ بَصِيرًا جَ وَ أَنْتُونِيَ
بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ^④

وَلَمَّا فَصَلَّتِ الْعِزِيزُ قَالَ أَبُوهُمْ رَأَيْتَ لَأَجْدُ
رِيحَ يُؤْسِفَ لَوْلَا أَنْ تُفَتِّدُونِ^④

قَالُوا تَابَلِلُهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَلِّيَّو^④

فَلَمَّا آتَنَا جَاءَ الْبَشِيرُ أَنْقَشَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ
فَأَرَدَهُ بَصِيرًا جَ وَقَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكُمْ جَ
إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ^④

قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا دُنُوبَنَا^④
إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ^④

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ بَيْنَ دِرَائِهِ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ^④

১০০। এরপর তারা (সবাই) যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো সে তার পিতামাতাকে^{১৪১০} তার নিজের পাশে স্থান দিল (অর্থাৎ তাদের স্বাগতম জানালো) এবং বললো, ‘তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ কর।’

১০১। আর সে তার পিতামাতাকে সসম্মানে সিংহাসনে^{১৪১১} বসালো এবং তারা সবাই তার^{১৪১২} জন্য (আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ভরে) সিজদায় পড়ে গেল। সে বললো, ‘হে আমাদের পিতা! এ যে আমার সেই পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রভু-প্রতিপালক অবশ্যই তা সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। আর তিনি আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে কারাগার^{১৪১৩} হতে বের করে এনেছিলেন এবং (তিনি আমার ওপর তখনো অনুগ্রহ করেছেন যখন) শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও মরু অঞ্চল থেকে তিনি তোমাদেরকে (আমার কাছে) নিয়ে এলেন। নিচয় আমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্য চান (তার প্রতি) অতি সদয় আচরণ করেন। নিচয় তিনিই সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

★ ১০২। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সার্বভৌম (রাষ্ট্রীয়) ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব দান করেছ এবং ^কআমাকে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা শিখিয়েছ। হে ^কআকাশসমূহের ও পৃথিবীর স্রষ্টা! ইহকালে ও পরকালে তুমই আমার অভিভাবক! তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারীরূপে মৃত্যু দিও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের দলভূক্ত করে নিও।’

দেখুন : ক. ১২৪৭, ২২ খ. ৬৪১৫; ১৪৪১; ৩৫৪২; ৩৯৪৭।

১৪১০। হ্যরত ইউসুফ (আঃ) এর আপন মা রাহেল পূবেই ইন্তেকাল করেছিলেন, কিন্তু এই আয়াত ‘আবাওয়ায়হে অর্থ পিতা-মাতা’ শব্দটি এটাই ব্যক্ত করছে যে, সৎ মাও গর্ভধারণী আপন মায়ের সমান ভক্তি শুদ্ধার দাবী রাখে।

১৪১১। এই বাক্যাংশের অর্থ এও হতে পারে যে ইউসুফ (আঃ) তাঁর মা-বাবাকে বাদশাহৰ সম্মুখে হাজির করলেন (আদি-৪৭৪২, ৭) অথবা বাদশাহৰ অনুমতিক্রমে তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে নিজ সিংহাসনের উপরে বসালেন। প্রাচীনকালে বাদশাহৰ মন্ত্রীগণেরও নিজ নিজ সিংহাসন থাকতো।

১৪১২। ইউসুফ (আঃ) এর ভাইয়েরা ও পিতা-মাতা সিজদায় পড়ে সেই আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন যাঁর দয়ায় ইউসুফ (আঃ) এরূপ উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এখানে ইউসুফ (আঃ) সিজদার লক্ষ্য ছিলেন না, উপলক্ষ্য ছিলেন মাত্র।

১৪১৩। ‘যখন তিনি আমাকে কারাগার হতে বের করে এনেছিলেন’ এখানে মহান আল্লাহ তাআলার দয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে ইউসুফ (আঃ) শুধু কারা-মুক্তির কথাই প্রকাশ করছেন, কৃপ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা উল্লেখ করেননি। কারণ এতে তার ভাইয়েরা লজ্জা বোধ করতো।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوْى إِلَيْهِ
أَبَوَيْهِ وَقَالَ اذْخُلُوا مِصْرَانِ شَاءَ
اللَّهُ أَمْنِينَ^①

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرَّوْا لَهُ
سُجْدًا وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ
رُؤْيَايَيْ مِنْ قَبْلٍ رَّبُّكُمْ جَعَلَهَا رَبِّيْ
حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ لِإِذْ أَخْرَجَنِيْ مِنْ
السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْرِ وَمِنْ بَعْدِ
أَنْ تَرَأَعَ الشَّيْطَنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَحْوَتِيْ
إِنَّ رَبِّيْ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيِّمُ الْحَكِيمُ^②

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِيْ
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيْثِ فَاطَّرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ تَأْنِتَ وَلَيْتَ فِي
الْأُنْبِيَا وَالْأُخْرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا
وَالْحَقِيقِيْ بِالضَّلِيْعِيْنِ^③

১০৩। ^ك এ হলো অদ্যশ্যের সেসব সংবাদ^{১৪১৪} যা আমরা তোমার কাছে ওহী করছি। আর তারা যখন (তোমাদের বিরণক্ষে) ষড়যন্ত্র^{১৪১৫} করে নিজেদের পরিকল্পনায় একমত হয়েছিল তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না।

১০৪। ^ك আর তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক ঈমান আনবে না।

[১১] ১০৫। আর তুমি এর জন্য তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও না। ^গ এ যে জগন্মাসীর জন্য এক উপদেশবাণী মাত্র।

১০৬। ^ك আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে এমন কত নিদর্শন রয়েছে যেগুলোর পাশ দিয়ে তারা উপেক্ষাভরে চলে যায়^{১৪১৬}।

১০৭। আর তাদের বেশির ভাগ শুধু শিরকে লিঙ্গ থেকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাকে।

১০৮। ^ك তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে আল্লাহর আয়াবের মাঝ থেকে কোন সর্বাসী (আয়াব) তাদের কাছে আসবে না অথবা তাদের অজান্তেই সেই (প্রতিশ্রূত) মুহূর্ত অক্ষমাং এসে পড়বে না?

১০৯। তুমি বল, ^ك এটা আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করি। আমি এবং আমাকে যারা অনুসরণ করে তারাও এক সুস্পষ্ট জানের^{১৪১৭} ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ পরম পবিত্র। আর আমি আদৌ মুশরিক নই।

দেখুন : ক. ৩৪৪৫; ১১৪৫০ খ. ১৮৪৭ গ. ৩৮৪৮; ৮১৪২৮ ঘ. ২১৪৩৩; ২৩৪৬৭ ঙ. ১০৪৫১; ২২৪৫৬; ৪৩৪৬৭ চ. ৬৪৫৮।

১৪১৪। এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে ইউসুফ (আঃ) এর এই ঘটনা কেবল কাহিনীমাত্র নয়। এটি নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইসলাম সম্পর্কে মহান ও শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী বহন করেছে।

১৪১৫। এখানে ‘তারা’ সর্বনামটি দ্বারা রসূল করীম (সাঃ) এর শক্তদেরকে বুঝাচ্ছে।

১৪১৬। এই আয়াত মু’মিন এবং কাফিরের মৌলিক পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মু’মিন চোখ-কান খোলা রেখে চলে এবং সামান্যতম ত্রিশী ইঙ্গিতকেও আঁকড়ে ধরে। আর অবিশ্বাসীরা অক্ষলোকের মত প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট নির্দর্শনাবলী থেকেও উপকৃত হওয়ার কথা অস্বীকার করে।

১৪১৭। অঙ্ক ও চিত্তাহীন বা অন্যমনক্ষ বিশ্বাস। যা যুক্তি এবং প্রত্যয়হীন তা আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে কোন মূল্য বহন করে না।

ذَلِكَ مِنْ آتِبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيَ إِلَيْكَ جَدًّا
مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا جَمَعُوا أَمْرَهُمْ
هُمْ يَمْكُرُونَ^{১৪১৭}

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ
لَا حَرَصَتْ
عَلَيْهِنَّ^{১৪১৮}

وَمَا تَشَكَّلُ
هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِنَّ هُوَ^{১৪১৯}
ذُكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

وَكَأَيِّنَ مِنْ آيَةٍ
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَمْرُونَ
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُخْرِضُونَ^{১৪২০}

وَمَا يُؤْمِنُ
مِنْ أَكْثَرُهُمْ
بِإِلَهٍ إِلَّا
وَهُمْ
مُشْرِكُونَ^{১৪২১}

أَفَأَمْنُوا
أَنْ تَأْتِيهِمْ
غَاشِيَةٌ
مِنْ
عَذَابِ اللَّهِ
أَوْ تَأْتِيهِمْ
السَّاعَةُ
بَغْتَةً
وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ^{১৪২২}

قُلْ هَذِهِ
سَيِّئَاتٍ
أَذْعَوْا إِلَى
اللَّهِ
بَصِيرَةٌ
أَنَا
وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَانَ
اللَّهِ
وَمَا
أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ^{১৪২৩}

১১০। আর ^كতোমার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মাঝ থেকে কেবল পুরুষদেরকেই আমরা রসূলরূপে পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম। এরা কি তবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখেনি এদের পূর্ববর্তীদের পরিগতি কী হয়েছিল? আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তবুও তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

★ ১১১। অবশেষে^{১৪১৭ক} ^খ রসূলরা যখন নিরাশ হয়ে পড়লো এবং তারা বুঝতে পারলো মিথ্যাবাদী^{১৪১৮} বলে তাদের (ধরে নেয়া হয়েছে) তখন তাদের কাছে সহসা আমাদের সাহায্য এসে গেল। তখন আমরা যাকে চাইলাম তাকে উদ্ধার করলাম। আর অপরাধীদের ওপর থেকে আমাদের শাস্তি টলানো হয় না।

১১২। এদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় বুদ্ধিমানদের জন্য অবশ্যই এক শিক্ষনীয় উপদেশ রয়েছে। ^গএসব কথা বানিয়ে বলা হয়নি। বরং (এটা) এর সামনে যে ঐশ্বী বাণী রয়েছে এর সত্যায়ন এবং সব কিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আর
[৭] ১২ যারা ঈমান আনে ^ষসেইসব লোকের জন্য (এটা) হেদায়াত ও
৬ রহমত।

وَمَا آذَ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ لَا رَجَالًا نُّوحِي
إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ مَا فَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوا إِنَّمَا تَعْقِلُونَ^{১১}

حَتَّىٰ رَأَىٰ أَشْتَيَّسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرٌ نَا فَنُخْيِي مَنْ
نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بِأَسْنَانَهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ^{১২}

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِّلْأُولَىٰ
الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَرِيَّاً يُفَتَّرَىٰ
وَلِكُنْ تَضْرِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^{১৩}

দেখুন ৪ ক. ১৬৪৪; ২১৪৮; খ. ২৪২১৫; গ. ১০৪৩৮; ঘ. ১৬৪৯০।

১৪১৭-ক। ‘হাত্তা’ কোন কোন সময় সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা ‘ওয়া’ অর্থ ‘এবং’ বা ‘এমনকি’। যেমন- আকাল্তু সামাকা হাত্তা রা’সাহা’ অর্থাৎ আমি মাছ খেলাম এবং এমনকি তার মাথাও খেলাম (লেইন)।

১৪১৮। নবীগণের শক্তদের পাপাচার এবং বিরোধিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যখন নবীগণ ভাবতে শুরু করেন, যাদের অদ্বিতীয় ছিল তারা পূর্বেই ঈমান এনেছে। তাঁর প্রতি অবশিষ্ট লোকদের ঈমান আনার ব্যাপারে তাঁরা নিরাশ হয়ে যান। কিন্তু নবীগণ আল্লাহ তাআলার কর্মণা এবং সাহায্যের ব্যাপারে কখনো নিরাশ হন না (১৫ : ৫৭)। অপর দিকে তাঁদের বিরুদ্ধবাদীরা ঐশ্বী আয়ার আসতে বিলম্ব দেখে নিরাপদ মনে করে ভাবতে আরম্ভ করে, কোন আয়াবই তাদের উপর আসবে না এবং নবীদের চূড়ান্ত বিজয় ও শক্তদের ব্যর্থ মনোরথ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।